গঙ্গাবতরণ

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

[প্রথম অভিনয়—শনিবার ২৬শে অক্টোবর—১৯৪০]

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত, এম. এ.

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ
পপুলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
৪৭, মধুরায় লেন, কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র কুমার মিত্র বি. এ.,

করকমলেষু

অভিনেতৃগণ

নারায়ণ	—	বঙ্কিম দত্ত
মহাদেব	—	ভূপেন চক্রবর্ত্তী
ইন্দ্র	—	বাণী মুখার্জ্জি
চন্দ্র	—	পান্নালাল মুখার্জ্জি
বরুণ	—	মহাদেব বাবু
পবন	—	গোষ্ঠ ঘোষাল
অগ্নি	—	রতন সেনগুপ্ত
ভগীরথ	—	অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
নাগাদিত্য	—	জয়নারায়ণ মুখার্জ্জি
বীরভদ্র	—	পঞ্চানন চ্যাটার্জ্জি
দম্ভাসুর	—	বিমল ঘোষ
নারদ	—	সনৎ মুখার্জ্জি
দিগ্গজ	—	গোপাল ভট্টাচার্য্য
গজবর	—	রঞ্জিৎ রায়
শ্রীচরণ	—	অমূল্য মুখোপাধ্যায়
কুষ্ঠী	—	বিষ্ণু সেন
আনন্দ	—	দিব্যেন্দু কুমার
রাগ, মলয়বাসিগণ ইত্যাদি	}	অনিল কুমার, কৃষ্ণদাস, ভোলানাথ, রবীন, সুবোধ, নলীন, সন্তোষ, জগদীশ, শৈলেন, মণি, প্রসাদ, কালী ইত্যাদি

গঙ্গা	—	মিস্ লাইট
লক্ষ্মী	—	তারকবালা
সরস্বতী	—	সরসী বালা
ধরিত্রী	—	নিভাননী
শ্রী	—	প্রকৃতি ঘোষজায়া
লালসা	—	রাজলক্ষ্মী
কৃষ্ণা	—	দুর্গাবাণী
সখী সঙ্ঘ	—	রাজলক্ষ্মী, সরসী, তারকবালা, লীলাবতী, বীণা (৩ জনা), বাণী, রবি, শেফালি (ছোট), হাসি, আশা, ইরা, সত্য, পারুল, শান্তি, মঞ্জু, চিত্রা, কমলা, মুক্তা ইত্যাদি

সংগঠনকারিগণ

স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র বি-কম্
অধ্যক্ষ	...	„ জ্ঞানেন্দ্রকুমার মিত্র
প্রয়োগ শিল্পী	...	„ কালী প্রসাদ ঘোষ বি, এস-সি
সুরশিল্পী	...	সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
মঞ্চশিল্পী	...	শ্রীযুক্ত পরেশ বসু (পটলবাবু)
নৃত্যশিল্পী	...	„ ব্রজবল্লভ পাল
মঞ্চতত্বাবধায়ক	...	„ যতীন্দ্র চক্রবর্ত্তী
আলোকশিল্পী	...	„ মন্মথ ঘোষ
আবহসঙ্গীত নিয়ন্ত্রক	...	„ দুলাল মল্লিক
রূপসজ্জাকর	...	„ নন্দলাল গাঙ্গুলী
যন্ত্রীসঙ্ঘ	...	„ কালী ভট্টাচার্য্য, ললিত বসাক, বনবিহারী পান, বসন্ত মুখোঃ, মথুর শেঠ, সন্তোষ চাকী।

———

চরিত্র-পরিচয়

নারায়ণ, মহাদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, পবন, অগ্নি, নারদ, দম্ভাসুর

ভগীরথ	—	অযোধ্যা সম্রাট
বীরভদ্র	—	ঐ রক্ষী-নায়ক
নাগাদিত্য	—	নাগ-যুবরাজ
দিগ্বজ	—	মলয়রাজ
গজবর	—	ঐ সভাগায়ক
শ্রীচরণ	—	খঞ্জ

দেবগণ, মলয়বাসিগণ, রাগ গণ, প্রতিহারী ইত্যাদি

স্ত্রী

গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ধরিত্রী, লালসা, শ্রী, কৃষ্ণা (গঙ্গার সেবিকা),
মলয় কন্যাগণ, রাগিণীগণ ইত্যাদি।

গঙ্গাবতরণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মেঘ লোক

মেঘ কন্যাদের হরিহর বন্দনা গীত

বন্দে সুন্দর নয়নানন্দ-রূপ
  অরূপ রতন হরিহর।
ছন্দে ছন্দে বন্দনা মম
  লহ আজি পরমেশ্বর॥
বিভূতি ভূষণ বাঘাম্বর
  নমো নাগ নীবিত ধারী।
নমো পীত বসন বিভু নারায়ণ
  নমো ভার হরণ কারী।
নমো চন্দ্র মৌলী শিব নমো নমো
ক্ষীর সিন্ধুশায়ী হরি নমো নমো
দগ্ধ তমো জালে ব্যাপ্ত ভুবন লোকে,
      কর কর বিভু উদ্ধার॥

[গীতান্তে প্রস্থান

(বিষ্ণু ও শিবের প্রবেশ)

বিষ্ণু। এই মেঘ লোক হতে
নিম্ন পানে একবার ফিরাও নয়ন,
দেখিতেছ ভোলানাথ,
নিপীড়িতা ধরণীর বিশীর্ণ মূরতি !

মহাদেব। দেখিতেছি নারায়ণ,
শুনিতেছি রাত্রিদিন রোদনের রোল।
শুনি অই রোদনের ধ্বনি—
কতদিন কৈলাস শিখরে
ধ্যান মগ্ন ধূর্জ্জটীর স্তিমিত নয়ানে
অশ্রুজল তুলেছে কম্পন।
ফিরায়ে বদন দেখি কাঁদিছে শিবানী
কাঁদে নন্দী—গণদেব—কাঁদিছে কুমার,
পুঞ্জিত তুষার-সম অশ্রু বাষ্পে ছেয়ে গেছে সমস্ত কৈলাস
কিন্তু তবু নারায়ণ,
পারিনাতো মুছাবারে ধরার বেদনা ! কি কারণ আর্ত্তধরা,
কার অত্যাচারে ভীত-ত্রস্ত নর জীব কহ নারায়ণ ?

বিষ্ণু। সকলি ত জান প্রভু, তবু কর না জানার ছল !
মদ মত্ত দম্ভাসুর ধরনীতে হয়েছে প্রবল।
সবলে আশ্রয় করি করে দৈত্য রাত্রি দিন দুর্ব্বলে পীড়ন !
সঙ্গিনী লালসা তার মোহিনী ললনা,
ফাঁদিয়া রূপের ফাঁদ,
জনে জনে ধরে এনে তুলে দেয় দম্ভাসুর করে ;

নির্ম্মম দানবী তৃষা
মিটিতেছে মানবের তপ্ত রক্ত ধারে।

মহাদেব। দম্ভাসুর! দম্ভাসুর ধরণীতে করে অত্যাচার?

বিষ্ণু। তারই অত্যাচারে আজ
স্নেহ, মায়া, প্রীতির নির্ঝর, লুপ্ত প্রায় ধরণী হইতে,
কেবা ভ্রাতা, কেবা সখা, কেবা কোথা আত্মীয় বান্ধব?
স্বার্থে স্বার্থে কেবল সংঘাত!
তারই ফল ভোলানাথ এত দৈন্য এত দুঃখ আজ মানবের।
ধরিব কি···ধরিব কি পুনর্ব্বারদুস্কৃত দমন তরে চক্র সুদর্শন,
চুর্ণিকৃত করিব কি মিথ্যা এই পাপের সংসার!

মহাদেব। ধ্বংস করি কিবা ফল হবে বিশ্বম্ভর?
যুগে যুগে বধ দৈত্যে যুগে যুগে আসে সে আবার;
দেহেরে পাতক নাশ দেহ ধ্বংস সনে,
কিন্তু বিষ্ণু, মনের পাতক নাশ হবে না তো তাহে।

বিষ্ণু। ভোলানাথ,—

মহাদেব। শোনো নারায়ণ,—
সুদর্শন নহে তব—নহে মোর অগ্নিময় শূল;
হেন অস্ত্র আজি শুধু হল প্রয়োজন
দেহ সনে মনের পাতক ধ্বংস যা'হতে সম্ভব!

বিষ্ণু। হেন অস্ত্র কোথায় লভিব?

মহাদেব। সে অস্ত্র তোমারই কাছে—
তোমারই অন্তরে নিদ্রিত রয়েছে বিষ্ণু;
জাগাও তাহারে।

বিষ্ণু। আমারই অন্তরে! একি অসম্ভব কথা কহ ভোলানাথ?
হেন অস্ত্র আমার অন্তরে—
যাহে দৈত্য দেহে মনে চিরতরে মরণ লভিবে!
কোন মন্ত্রে আবাহন—
কেমনে জাগাব—কিছুই যে বুঝিনা শঙ্কর!
জান যদি হে বিশ্ব দেবতা,
তুমি তারে মন্ত্র দানে জাগরিত কর;
মুক্ত কর ধরনীরে দৈত্যের কবলে!

মহাদেব। ভাল, তাই হবে নারায়ণ!
শুভ লগ্নে জাগাব তাহারে,—
এবে অই চন্দ্র লোকে চলিয়াছি আমি,
প্রয়োজন আছে তথা;
তুমিও বারেক বিষ্ণু, চন্দ্রলোকে করিও গমন!

দ্বিতীয় দৃশ্য

চন্দ্র লোক;

ফাল্গুণী পূর্ণিমা উৎসব; উৎসব রত আমন্ত্রিত দেবগণ, চন্দ্র আমন্ত্রিতগণকে সুধা বণ্টন করিতেছে।

নক্ষত্র কন্যাদের নৃত্যগীত

এসো অতিথি, চাঁদের দেশে,
ধর সুধা রস আধার অধরে হেসে।
যদি চঞ্চলতা জাগে প্রাণে প্রাণে,
কব প্রণয় কথা বঁধু, কানে কানে;
নয়নে নয়ন দিয়া হিয়া পরে রেখে হিয়া
সে গীতি শুনিও সখা, সুখ আবেশে।

(গীত শেষে নীরবে নৃত্য চলিতে লাগিল)

সকলে। জয়তু শশাঙ্ক, জয়তু শশাঙ্ক, জয়তু শশাঙ্ক—

চন্দ্র। দেবগণ, আপনারা আমার প্রশস্তি উচ্চারণ কচ্ছেন ?

বরুণ। করব না ? এই ফাল্গুন পূর্ণিমা উৎসবে সমস্ত ত্রিভুবনবাসীকে আমন্ত্রণ করে তুমি নিজ হস্তে সুধা পরিবেশন কর্ছ। আমাদের তৃষাতুর অন্তর আজ তোমারই অনুগ্রহে সঞ্জীবনী সুধা পান করে আনন্দিত হল, পরিতৃপ্ত হল! তোমার প্রশস্তি গাইব না ?

পবন। আজকের এই আনন্দ রজনীতে শুধু দুঃখ আমাদের এই যে, এত দান করেও চন্দ্র দেবের কলঙ্ক খ্যাতিটা ঘুচল না!

বরুণ। তা না ঘুচুক···চন্দ্র হলেন আমাদের দেবতা সমাজের যাকে বলে প্রেমিক ছোকরা কবি! কবিদের স্বভাবই হল এই যে তাঁরা বিশ্ব লোককে আপনা ভোলা হয়ে সব বিলিয়ে দেন—আর নিজেদের জন্যে রাখেন শুধু কলঙ্কের পঙ্ক-তিলক!

অগ্নি। আর সেই কলঙ্ক তিলক আছে বলেই তো আজ কলঙ্কী চাঁদের স্থান···দেবাদিদেব ভোলানাথের মাথায়—

বরুণ। যা বলেছ—যা বলেছ অগ্নিদেব,—জয়তু কলঙ্কী চন্দ্র...জয়তু

পবন। চুপ্ চুপ্···আর হট্টগোল করলে শেষে কেলেঙ্কারীর এক শেষ হবে।

বরুণ। কেন হে কেন ?

পবন। ঐ দেখুন না—দেবর্ষি নারদ! ওই স্বনাম-ধন্য পুরুষের যখন পদার্পণ হয়েছে এখানে···তখন আর কেলেঙ্কারী বাঁধতে কত-

ক্ষণ! ওঁর সাদা দাড়ির ডগায় ঝগড়া ঝাটি যে লাউ কুমড়োর মত দোলা খেয়ে বেড়ায়।

বরুণ। ওহে, যাওনা তোমরা একজন! অন্তত: ওঁর বাহন ঢেঁকিটাকে চন্দ্রদেবের আস্তাবলে রেখে এসো! নক্ষত্র কন্যাদের নূপুর নিক্কণের সঙ্গে ঢেঁকির আওয়াজ বেশ খাপ খাবে না! যাও—যাও—

চন্দ্র। আপনারা সুধা পান করুন; আমিই যাচ্ছি দেবর্ষিকে অভ্যর্থনা করে আনতে।

[চন্দ্রের প্রস্থান

বরুণ। তাই তো, সহসা দেবর্ষির শুভাগমন! তবে কি ইনিও সুধা পানে আমন্ত্রিত নাকি?

পবন। —ওহে, দেবর্ষি আমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেন না। তা যদি রাখতেন···তা হলে ঘাটে পথে ঘরে ঘরে রাত দিন ঝগড়া ঝাটি বাঁধত না!

(নারদ ও চন্দ্রের প্রবেশ)

নারদ। আকাশ পথ দিয়ে হরি গান করতে করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনলাম চন্দ্র লোকে সঙ্গীত ধ্বনি। তাই দেখতে এলেম ব্যাপারখানা কি! তোমরা ত আর আমাকে এসব খবর দেওয়া প্রয়োজন বোধ কর না!

চন্দ্র। না দেবর্ষি, আপনি রাত্রি দিন মধুর হরি গানে মাতোয়ারা। গায়ক-শ্রেষ্ঠ গুণী পুরুষ আপনি; আমাদের এ আনন্দ উৎসব আপনার ভাল লাগবে না বলেই—

নারদ। তা বটে—তা বটে; তুমি বয়সে তরুণ হলেও আজ কালকার

ছোড়াদের মত নও! ওরা আমাকে গায়ক বলে গ্রাহ্যই করতে চায় না !

পবন। হ্যাঁ, ওদের বড় দোষ যে, সত্যকথা অপ্রিয় হলেও তবু তা বলে !

নারদ। শুন্‌লে! শুন্‌লে চন্দ্রদেব !

চন্দ্র। ছিঃ—পবন দেব! আপনি একি বলছেন।

পবন। নাঃ—আমি অবিশ্যি দেবর্ষিকে গায়ক বলে দূর থেকে খুবই শ্রদ্ধা করি। তা বলে...দোহাই দেবর্ষি, এখনই গান ধরবেন না! আমরা বরং ওদিকে গিয়ে চন্দ্র-শিষ্যাদের গান শুনিগে! আপনি একটু মুখ বন্ধ রাখুন ততক্ষণ।

(নক্ষত্র বালা ও দেবতাগণের প্রস্থান)

নারদ। দেখলে চন্দ্রদেব !

চন্দ্র। ওদের কথায় কি এসে যায় দেবর্ষি? ওরা আমার শেখান গান পছন্দ করলেও...আমিই মুক্ত কণ্ঠে বলছি...একমাত্র দেবাদিদেব মহেশ্বর ব্যতিত আপনার তুল্য গায়ক ত্রিভুবনে নেই।

নারদ। দেবাদিদেব মহেশ্বর ব্যতিত! সত্য বটে, পুরাণ উপপুরাণে বলে তিনি সঙ্গীতের স্রষ্টা! কিন্তু চন্দ্রদেব, কোন দিন মহেশ্বরকে গান গাইতে শুনেছ?

চন্দ্র। কেমন করে শুনবো, আমি কি তাঁর গানের উপযুক্ত শ্রোতা!

নারদ। নও?

চন্দ্র। না দেবর্ষি, এঁরা যেমন আপনার গানের শ্রোতা নন্—তার শ্রোতা আমি—তেমনি আবার দেবাদিদেব মহেশ্বরের গানের উপযুক্ত শ্রোতা আমি নই দেবর্ষি, সে আপনি !

নারদ। তা হলে জেনে রাখো চন্দ্রদেব, তিনি আজ পর্য্যন্ত আমার সম্মুখে গান গাইতে স্বীকার পান নি !

চন্দ্র। স্বীকার পান নি? তবে হয় তো আপনিও তাঁর উপযুক্ত শ্রোতা নন! আপনা অপেক্ষা আর কোনও গুণী ব্যক্তি—

নারদ। চন্দ্রদেব—

চন্দ্র। ক্রুদ্ধ হবেন না দেবর্ষি! নইলে মহেশ্বর কেন আপনাকে গান শোনান নি!

নারদ। সে আমার অক্ষমতা নয়—তাঁর দুর্ব্বলতা! তাঁর সঙ্গীত-স্রষ্টা নাম শুধু জনপ্রবাদ।

চন্দ্র। একি বলছেন আপনি দেবর্ষি! স্বয়ং সঙ্গীত স্রষ্টা মহেশ্বর সম্বন্ধে আপনার একি উক্তি!

নারদ। সঙ্গীত-স্রষ্টা! সঙ্গীত-স্রষ্টা! মহেশ্বরের এ ভিত্তিহীন খ্যাতি আমার যশের পথে নিদারুণ বাধার ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে! তিনি যদি রাগ রাগিণীর আমা অপেক্ষা বিশুদ্ধ আলাপণ করতে পারেন—আমি তাঁকে আহ্বান কর্চ্ছি—সে আলাপণের জন্যে—

(বিকলাঙ্গ রাগ রাগিণীদের প্রবেশ)

১ম। উঁহু—জ্বলে মলুম—জ্বলে মলুম—

২য়। গেলুম—ভাই, গেলুম—

চন্দ্র। একি! এরা—কারা?

(রাগ রাগিণীদের গীত)

বাপরে বাপ মারল বুঝি লাঠী সোটা ডাণ্ডা।
বিটলে বুড়োর হাতে পড়ে বেরিয়ে গেল প্রাণটা॥
সৃষ্টি ছাড়া অনামুখো মন সে কুটীল বক্র
কোন্দলেরই গন্ধে নাচে, রচে বিষম চক্র।
সুরু হলে তার গলা সাধা
ঊর্দ্ধশ্বাসে পালায় গাধা
আর যা কর দোহাই দাদা,
নিও না তার নামটা।

চন্দ্র। ওগো বাছারা, তোমরা কারা ?

পুরুষগণ। আমরা সঙ্গীতের রাগ।

স্ত্রীগণ। আর আমরা রাগিণী।

নারদ। রাগ রাগিণী ! কি আশ্চর্য্য ! তোমাদের কারু হাত ভাঙ্গা··· কারু পা ভাঙ্গা···কারু বা নাক থ্যাবড়ান ! তোমাদের এ দুর্দ্দশা করলে কে ?

স্ত্রী। ঐ যে বললুম এতক্ষণ !"বিট্‌লে বুড়োর হাতে পড়ে বেরিয়ে গেল প্রাণটা।"

নারদ। বুঝতে পারছ চন্দ্রদেব, কে সেই বিটলে বুড়ো ? এ তোমাদের সেই—

স্ত্রীগণ। চুপ্‌ চুপ্‌ বোলো না···তার নাম নিও না !

নারদ। না না আমি বলব, এদের বড় দম্ভ তাকে নিয়ে···এরা তাকে জগতের শ্রেষ্ঠ গায়করূপে প্রচার করতে চায় !

স্ত্রীগণ। শ্রেষ্ঠ গায়ক ! ফুঃ, হতচ্ছাড়া মিন্সে, রাগ রাগিণীর ব্যবহার জানে না, কেবল ষাঁড়ের মত চেঁচায়—

নারদ। ষাঁড়ের মত ! শোনো চন্দ্রদেব ! হবে না ? ষাঁড় যে তার সঙ্গে সঙ্গে !

স্ত্রীগণ। সে নিজেই একটা আস্ত ষাঁড় !

নারদ। হাঃ হাঃ হাঃ। আশ্চর্য্য ! জগতে এত বস্তু থাকতে সে বাহন করেছে কিনা একটা—

সকলে। ঢেঁকি...ঢেঁকি—

নারদ। ঢেঁকি ! তবে কি তোমরা বলতে চাও যে তোমাদের এ দুর্দ্দশার কারণ—

স্ত্রীগণ। চুপ, সে বিটলের নামও মুখে এনো না! মুখে এনেছ কি ঝগড়া বেধে গেছে! সে এমনি অনামুখো!

নারদ। ওঃ তোমরা যাও—দূর হও এখান থেকে।

স্ত্রীগণ। সে কি মশাই, ক্ষেপে গেলেন যে—

পুগণ। ঐ তো! সেই দেবর্ষির কথা উঠেছে…আর হাতে হাতে তার মহিমা দেখ্‌ছি! চল হে চল!

নারদ। না না…তোমরা যেয়ো না…দাঁড়াও!

স্ত্রীগণ। নাঃ এখানে আর আমরা থাকব না; এ স্থান সেই দেবর্ষির নাম-গন্ধে বিষাক্ত।

নারদ। তোমরা…তোমরা শুধু বলে যাও—সত্যিই কি দেবর্ষি নারদের দ্বারা তোমাদের এই দুর্দ্দশা?

স্ত্রীগণ। হ্যাঁগো হ্যাঁ—রাগ রাগিণীর যে সম্মান করতে জানে না…যে রাগ রাগিণীর ব্যবহার জানেনা…তার হাতে পড়েছিলাম বলেই আজ আমরা বিকলাঙ্গ।

নারদ। এ বিকলাঙ্গ কেমন করে আবার সুস্থ হবে!

স্ত্রীগণ। যদি কোন দিন দেবাদিদেব মহাদেব গান করেন, তবে তাঁর পবিত্র কণ্ঠ-স্পর্শে আমরা আবার সুস্থ হতে পারি! নইলে আমাদের এ অভিশাপ কেউ ঘোচাতে পারবে না…কেউ ঘোচাতে পারবে না।

[প্রস্থান

নারদ। চন্দ্রদেব—চন্দ্রদেব, একি হল চন্দ্রদেব! শ্রেষ্ঠ গায়ক বলে এত স্পর্দ্ধা করতুম আমি—সেই আমিই কিনা রাগ রাগিণীকে বিকলাঙ্গ করলাম?

চন্দ্র। দেবাদিদেব মহেশ্বরের শরণ নিন দেবর্ষি ! শুনলেন তো, একমাত্র তিনিই আজ এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। হাঃ হাঃ হাঃ—ঠিক অনুমান করেছি—বিপদ বেধে গেছে তা হলে !

নারদ। এ কি···দেবাদিদেব ! বড় বিপদ প্রভু,—বড় বিপদ—

মহাদেব। সে আমি বুঝতে পেরেছি দেবর্ষি। একবার দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করে সুধা তুলেছিল···পাগল ভোলানাথকে তখন কেউ ডাকে নি। ডাক পড়ল তখন···যখন উঠেছিল ধূমায়িত নীল হলাহল। তাই সুদূর কৈলাস শৃঙ্গে বসে যখন দেখলাম চন্দ্রলোকে আজ সুধার নির্ঝর বয়ে যাচ্ছে···আনন্দ কলরোলে দিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠেছে···তখনই অনুমান করেছিলাম যে এর পেছনে হলাহল আছে। তাই অঞ্জলি পুরে সে হলাহল পান কর্ত্তে ছুটে এলুম। বল দেবর্ষি, এবার কোন বিষ উঠল ?

নারদ। প্রভু, আমা দ্বারা আজ রাগ রাগিণী বিকৃত···তারা বিকলাঙ্গ।

মহা। তোমা দ্বারা ! তুমি জগতের শ্রেষ্ঠ গায়ক দেবর্ষি নারদ, তোমাদ্বারা রাগ রাগিণীর বিকার ! এযে অবিশ্বাস্য—

নারদ। নিজের চোখে দেখছি প্রভু, কি করে অবিশ্বাস্য বলি ?

মহা। অবশ্য, শ্রেষ্ঠ গায়কের মনেও যদি কখনও অহঙ্কার বা আত্মশ্লাঘার উদয় হয়—তা হলে তা দ্বারা রাগ রাগিণী অপমানিত হতে পারে ! দেবর্ষি ! তুমি কি কখনও—

নারদ। অস্বীকার করবার উপায় নেই দেবাদিদেব ! সত্যই আমি চন্দ্রদেবের সম্মুখে বড় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করেছিলুম !

মহা। তাইতো! এযে বিষম সমস্যা!—বিষ নয় যে অঞ্জলী পূরে গল্ গল্ করে পান করে ফেললুম! বিক্ষুব্ধ রাগ রাগিণীকে সুস্থ করি কি করে!

চন্দ্র। ভগবন,—আপনার বিষ-জর্জ্জরিত নীল কণ্ঠের অমৃত স্পর্শ পেলেই তারা আবার সুস্থ হবে। আপনার সঙ্গীত···শুধু আপনার সঙ্গীতে মহেশ্বর!

মহা। আমার সঙ্গীত! শ্মশান চারী দিগম্বর পাগল আমি—আমার গান শুনতে হলে যে পাগল শ্রোতার প্রয়োজন চন্দ্রদেব,—

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। সে পাগল শ্রোতা উপস্থিত ভোলানাথ!

মহা। একি! স্বয়ং বিষ্ণু!

বিষ্ণু। হ্যাঁ দেবাদিদেব! যাঁর মুখ নিঃসৃত সঙ্গীত সুধা পান করবার জন্যে কোটী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনাদি অনন্ত কাল ধরে প্রতীক্ষা কচ্ছে···শুনলুম তিনি নাকি পাগল শ্রোতা পেলেই আজ গান গাইতে স্বীকৃত হয়েছেন! তাই পাগল হয়ে ছুটে এলাম এই চন্দ্রলোক পানে! ভোলানাথ, আমাকে কৃতার্থ করুন!

মহা। বেশ! আমি গান গাইতে স্বীকৃত! এস বিষ্ণু, কৈলাসের ঐ তুষার ধবল উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে বসে আমি তোমাকে গান শোনাব! [প্রস্থান

নারদ। গায়ক মহেশ্বর! শ্রোতা স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু! যোগাযোগ মন্দ নয়! দেখি, পরিণাম কি দাঁড়ায়! [প্রস্থান

(দূরে মৃদঙ্গ···তানপুরা বাজিতে লাগিল···সঙ্গে সঙ্গে ওঁকার ধ্বনি)

চন্দ্র। এও স্বয়ং ভগবানেরই লীলা। নইলে, চির বিনয়ের অবতার দেবর্ষি নারদের মনেই বা আজ এমন আত্মশ্লাঘা দেখা দেবে কেন? দেবর্ষির মনে আত্মশ্লাঘা জন্মেছিল বলেই তো—আজ শব্দ-ব্রহ্মরূপী দেবাদিদেব ভোলানাথ গান গাইতে স্বীকৃত হলেন! গাও—গাও···হে সুর সুন্দর, তুমি গান গাও, জরতপ্ত বিশ্বলোকের কাণে কাণে আজ দুঃখ হরণ অভয় মন্ত্র উচ্চারণ কর প্রভু!

(ছুটিয়া দেবগণের প্রবেশ)

বরুণ। চন্দ্রদেব—চন্দ্রদেব—

চন্দ্র। জলেশ্বর—

বরুণ। আমরা ঐ প্রান্তটিতে বসে নক্ষত্র কন্যাদের নৃত্য গীত উপভোগ কচ্ছিলাম। আমাদের মাথার উপরে ছিল নির্ম্মল নীল আকাশ। সে আকাশে মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই। সহসা নক্ষত্র কন্যাদের নূপুর নিক্কণ নিস্পন্দ করে দিয়ে আকাশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একী গুরু গম্ভীর মেঘ গর্জ্জন উঠ্‌ল চন্দ্রদেব!

চন্দ্র। মেঘ গর্জ্জন নয় জলেশ্বর! কৈলাসের বহুদূর উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হ'তে উঠ্‌ছে গুরু গুরু মৃদঙ্গ রোল—সঙ্গে তার ভগবান ব্যোম কেশের শ্রীমুখ নিঃসৃত প্রণবওঁকার ধ্বনি!—

বরুণ। পবন, অগ্নি, দেখ···দেখ সকলে, পর্ব্বত শৃঙ্গ বুঝি একটু একটু করে টলছে। না—না শুধু পর্ব্বত শৃঙ্গ নয়···সারা কৈলাস পর্ব্বত টলছে। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বুঝি এক সঙ্গে দুলছে। একি হ'ল দেবগণ,—একি হ'ল!

চন্দ্র। ভোলা নাথের সুরের কম্পন! ওই সঙ্গীতের প্রাণ গলান মধুর স্পর্শ পেয়ে, ঐ দেখ দেবগণ, তুষার মৌলী কৈলাস শৃঙ্গ ঝর ঝর ধারায় গলে পড়ছে···গলিত নীহার স্রোতে সহস্র ধারা নির্ঝরিণী বয়ে চলেছে।

বরুণ। তাইত! কি আশ্চর্য্য···সেই সুর নির্ঝরিণীতে ও কা'রা সাঁতার কাটছে চন্দ্রদেব!

চন্দ্র। ওরা সঙ্গীতের রাগ রাগিণী! দেবর্ষি নারদের অবমাননায় ওরা বিকলাঙ্গ হয়েছিল···মহেশ্বরের সঙ্গীতে ওরা আবার অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তি নিয়ে···ঐ ঐ দেখ···ভেসে চলেছে রাজ হংসের মত ভোলানাথের পায়ে প্রণাম জানাতে।

বরুণ। একি! ঐ দেখ চন্দ্রদেব, ভগবান বিষ্ণু কৈলাস হতে উন্মাদের ন্যায় এই দিকে ছুটে আসছেন। দেবাদিদেব তাকে পেছন হতে ডাকৃতে ডাকৃতে ছুটেছেন; কিন্তু কিছুতেই ফেরাতে পাচ্ছেন না! কেন চন্দ্রদেব, ভগবান বিষ্ণু এমন অধীর হয়ে ছুটেছেন কেন?

চন্দ্র। কিছুই তো বুঝতে পারছি না দেবগণ! ভগবান বিষ্ণু যেন আজ সর্ব্বহারা। ঐ ঐ উল্কার গতিতে ধেয়ে আসছেন! এখানে দাঁড়াতেও আশঙ্কা হচ্ছে! আসুন, আমরা অন্তরালে যাই! [দেবগণের প্রস্থান

(মহাদেব ও বিষ্ণুর প্রবেশ)

মহাদেব। নারায়ণ—নারায়ণ, শোনো—শোনো···ফের তুমি!

বিষ্ণু। কোথায় আমি ফিরব ভোলানাথ! তুমি একি করলে! তুমি একি সর্ব্বনাশা গান গাইলে দিগম্বর! তোমার গান শুনে সহসা

মনে হ'ল হৃদয় বুঝি আমার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই দেখি···কোথায় আমার আনন্দ···কোথায় বা আমার হৃদয়! শূন্য...সব শূন্য হয় গেছে! সেই শূন্যতার মধ্যে শুধু বেদনা—কোটী কোটী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বুক ভাঙ্গা আর্ত্তনাদ! মহেশ্বর, চিরানন্দ স্বরূপ তুমি, একি বেদনার গান গেয়ে আমায় এমন করে কাঁদালে প্রভু!

মহাদেব। ব্যথার গানের মত আনন্দময় আর যে কিছুই নেই নারায়ণ! বেদনার নীলবিষ কণ্ঠে ধারণ করেই আমি আনন্দময় শিব... বেদনার নীলসমুদ্রে অনন্ত শয়নে শায়িত থাক বলেই তুমি আনন্দ-স্বরূপ মহা বিষ্ণু! তোমার আমার গান সে তো বেদনাতেই প্রকাশিত হবে ভাই!—

বিষ্ণু। কিন্তু আমি যে আমার হৃদয় হারিয়ে ফেলেছি, তোমার গান যে আমার হৃদয় হরণ করে নিয়েছে।

শিব। তোমার হৃদয় আমার গানের স্পর্শে বিগলিত হয়েছে সত্য—কিন্তু হারায় নি।

বিষ্ণু। হারায় নি! কোথায় তবে?

শিব। দেখতে চাও নারায়ণ! তা হলে···ঐ ঐ দেখ তোমার হৃদয়—

(দূরে জলস্রোত দেখাইলেন)

বিষ্ণু। একি! এযে এক চন্দন-শুভ্র অমৃত ধারা!

শিব। ঐ—ঐ তোমার বিগলিত হৃদয়ধারা নারায়ণ। আমার গানের স্পর্শে তোমার সমস্ত অন্তর দ্রবীভূত হয়ে কৈলাস শৃঙ্গ হতে কল কল নাদে বয়ে চলেছে দূর দূরান্তর পানে। ঐ সুর ধারা ···আমি ওকে প্রণাম করেছি সুরেশ্বরী গঙ্গা বলে।

বিষ্ণু। আমার হৃদয় ধারার নাম সুরেশ্বরী গঙ্গা! মহেশ্বর, প্রবাহিনীকে যেতে দিওনা, ওকে ছেড়ে আমি যে শূন্য…আমি যে অপূর্ণ! ফিরিয়ে দাও—আমার হৃদয় ধারাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও!

শিব। তাই হবে নারায়ণ! জলস্রোত স্তম্ভিত করে তোমার হৃদয় রূপিনী গঙ্গা স্বমূর্ত্তিতে তোমারই নিকটে ফিরে আসবেন। গঙ্গা, গঙ্গা, পতিত পাবনী সুরধুনী—

(দূরবর্ত্তী জলস্রোত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল ; মূর্ত্তিমতী গঙ্গা সম্মুখে আসিয়া দেখা দিলেন)

বিষ্ণু। একি! জলরাশি একত্রিভূত হয়ে একি লোক-ললামভূতা সৌন্দর্য্য রূপিণী হয়ে দেখা দিল! দেবি, দেবি, তুমিই পতিত-পাবনী গঙ্গা? তুমিই আমার—

গঙ্গা। আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মের সেবিকা নারায়ণ।

বিষ্ণু। গঙ্গা—

শিব। যাও—যাও নারায়ণ, ঐ মহাদেবীর সঙ্গে তুমি সম্মিলিত হও। ভুবনমোহন গঙ্গা নারায়ণের মিলন দেখে পাগল ভোলার বহু-কালের আকাঙ্খা পূর্ণ হোক! ধরার বেদনা দূর হোক! দম্ভাসুরের মরণ হোক!

বিষ্ণু। দম্ভাসুরের মরণ!

শিব। নারায়ণ! দম্ভাসুর বধের নূতন অস্ত্রের কথা বলেছিলাম। সে তোমার সুদর্শন নয়…আমার ত্রিশূল নয়—সে তোমারই করুণা বিগলিত হৃদয়ের প্রেম প্রতিমা ঐ গঙ্গা—

তৃতীয় দৃশ্য

গজবরের কুটীর অঙ্গন

গজবর হাত পা ছুঁড়িয়া গানের বোল আওড়াইতেছে, চারিদিকে ভয়ার্ত্ত জনগণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে।

গজবর। ধা ঘেরে নাগদি···ঘেরে নাগ গাদদি···ঘেরে নাগ ধা—

১ম। দোহাই দোহাই প্রভু, আর নয় আর নয়—

২য়। বাড়ীর ইঁট খসে পড়ছে···চূণবালি ঝড়ছে—

৩য়। গাছ পালা উল্টে যাচ্ছে—

সকলে। ক্ষান্ত হোন্···ক্ষান্ত হোন্ প্রভু,—

গজ। তোরা ঘাবড়ে গেলি ?—ভাল লাগছে না !

১ম। আজ্ঞে, আপনি মহারাজ দিগ্বজের সভা গায়ক গুণী-শ্রেষ্ঠ শ্রীমান গজবর ! আপনার গান বাজনা ভাল না লাগলে আপনি আমাদের ছাড়বেন কেন ?

গজ। হুঁ—ওরে এ মেয়েলী ঢংয়ের চিঁহিঁ চিঁহিঁ গান নয়...এ আমার তাল লয় সমন্বিত বিশুদ্ধ গজ সঙ্গীত ! কবির ভাষায় বলতে গেলে যেমন রাজবাড়ীতে বাতাসা ভেট পাঠালে দরোয়ান ব্যাটারাই শেষ করে দেয়—রাজার ভাঁড়ার ঘরে সে বাতাসা আর পৌছে না...তেমনি বাতাসার মত নেহাৎ মিষ্টি মেয়েলী গান ঐ কান-দারোয়ানই বহবা দিয়ে লুফে নেয়! মন-মহারাজের রাজ-সভায় তা আর পৌছে না। কিন্তু এই আমার গান, এ হ'ল বাইরে ঝাল, ভেতরে রসে টই-টম্বুর ! কান-দরোয়ান শালা তাই ঝালে আকুলি বিকুলি করে ওকে নিজে না নিয়ে মন-মহারাজার কাছেই পাঠিয়ে দেয় ! মহারাজ ওপরের ঝালটুকু

ধুয়ে ফেলে ভেতরের রস কেবলই চাটেন...উল্টে পাল্টে চাটেন আর বলেন "আহা, কি মধুর, কি মধুর!" ধৈর্য্য ধরে শোন্, তোরাও বাপ্ বাপ্ করে বলবি···কি মধুর কি মধুর—

[পুনঃ বোল আওড়াইতে লাগিল ও প্রবল উৎসাহে এক এক জনার পিঠে চাটি মারিয়া সোম দিতে লাগিল। যাহাকে চাটি মারে সেই কি মধুর—কি মধুর বলিয়া পালায়। শেষে যখন চাটি মারিবার আর লোক নাই তখন গজবরের খেয়াল হইল। এক খোঁড়ার পালাইতে কষ্ট হইতেছিল, গজবর তাহাকে জাপটাইয়া ধরিল।]

গজবর। সব ভেগেছে···তুমি কোথায় যাও শ্রীচরণ?

শ্রীচরণ। চরণ অনেক দিনই লড়াইয়ে হারিয়েছি দাদা; শ্রীটুকু কোন গতিকে আছে। এ ও তোমার গানের লড়াইয়ে না হারাই এই ভয়েই—

গজবর। দূর বোকা, তোর ভয় কি! গান শোন্—শ্রীতো পালাবেই না বরং তোর কাটা চরণ টক্ টক্ করে স্বর্গ থেকে নেমে এসে শ্রীর সঙ্গে আটকে যাবে। তখন আবার তুই হবি সত্যি-কারের শ্রীচরণ!

শ্রীচরণ। অ্যাঁ—গানে কাটা পা গজাবে!

গজবর। গজাবে না! মহাদেবের গানে বিষ্ণুর গা থেকে গঙ্গা গজালো··· আর গজবরের গানে শ্রীচরণের কাটা চরণ গজাবে না—একি একটা কথা হল? ওরে, মহাদেবের গানের ফলে—গঙ্গাকে তৈরী করে তার সঙ্গে বিষ্ণু আজ আদাড়ে বাঁদাড়ে বিহার করে

বেড়াচ্ছে! আমিও স্থির করেছি আজ তোর গা থেকে একটী সুন্দরী, বেশ গোল গাল ধরণের গজ-গঙ্গা বার করব। তারপর তার সঙ্গে বিহার করব!

শ্রীচরণ। অ্যাঁ গজগঙ্গা! ব্যাটা ছেলের গা থেকে!

গজবর। আরে বিষ্ণুও তো ব্যাটা ছেলে! মহাদেবের গানে বিষ্ণুর গা ঘেমেছিল, সেই ঘাম থেকেই গঙ্গা…বুঝলি কিনা? মহাদেব নিশ্চয় ওকে ভিক্ষের ঝুলি দিয়ে চেপে ধরে গান শুনিয়েছিল—নইলে ঘামবে কেন? তাই আমিও তোকে—আমিও তোকে… দ্যাখ দ্যাখ ঐ—ঐ কী সুন্দর একটা কাঠ বেড়ালী—

শ্রীচরণ। কাঠ বেড়ালী! কোথায়?

গজবর। এই যে খাঁচায় (চাদর দিয়া জড়াইয়া ধরিল)

শ্রীচরণ। উহুঁ গেলুম—গেলুম—

গজবর। ভয় নাই…গা ঘামা চাইতো…বলি গা ঘামা চাইতো—

[তাহার উপর বসিয়া 'তা কেটে তা কেটে তা কেটে ধা'—

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। একি! ওহে…শুনছ!

গজবর। অ্যাঁ! কথা কয় কে! গজগঙ্গা বেরুল নাকি! ও শ্রীচরণ, তোর গা কি ঘেমেছে?

শ্রীচরণ। ওরে বাবা, তোর গানে আমার গা তো গা…হাড় মাস পর্য্যন্ত কাল ঘাম ছেড়েছে!—

গজবর। অ্যাঁ—ঘাম ছেড়েছে! তাহলে আর গজগঙ্গা না হয়ে যায় না—মার দিয়া কেল্লা—

শ্রীচরণ। দাঁড়াও দাঁড়াও দাদা,…ওর মুখের দিকে তাকিয়ো না—

গজবর। কেন ?—

শ্রীচরণ। মহাদেবের গানে বিষ্ণুর গা থেকে গঙ্গা বেরুল, সেই গঙ্গাকে নিলেন বিষ্ণু ; তোমার গানে আমার গা থেকে যদি গজগঙ্গা বেরিয়ে থাকে···তা হলে তাকে নেব আমি—তুমি হবে তার ভাসুর !—

গজবর। ওরে আমার বিষ্ণুরে ! এত পরিশ্রম করে আমি গজগঙ্গা আনালাম···আর তুমি লুটবে ফূর্ত্তি ! ত্রিশূল — ত্রিশূল সোঁ—ও—ও—

শ্রীচরণ। সুদর্শন···সুদর্শন—বোঁ ও—ও—

নারদ। থাম—থাম···একি করছ তোমরা ?

উভয়ে। প্রিয়ে···গজ—

(উভয়ে নারদের দাড়ীতে হাত বুলাইতে লাগিল ও সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখে চাহিতে লাগিল)

গজবর। দাড়ী গঙ্গা !

শ্রীচরণ। দাড়ী গঙ্গা !—

গজবর। কিন্তু বিষ্ণু যে পেয়েছে দাড়ী ছাড়া গঙ্গা ! আমি পেলাম না কেন ?

নারদ। মূর্খ, গঙ্গা মাত্র একজন ! মহাদেব গান গেয়ে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন !

গজবর। কিন্তু মহাদেব গান গায় কেন ! সে না গাইলে আমিই তো গান গেয়ে গঙ্গাকে বার করতে পারতুম্ ।

শ্রীচরণ। কিন্তু তাকে যে নারদ মুনি গান গাইতে বলেছিল !—

গজবর। সে হতচ্ছাড়া নারদ তাকে গান গাইতে বলে কেন ? সেই

বিটলেই তো যত নষ্টের গোড়া! হায় হায়, তার জন্তেই তো আজ গঙ্গা আমার হাত ছাড়া হ'ল! ইচ্ছে করছে হাতের কাছে পাই সে অনামুখোকে—তা হলে এমনি করে তার দাড়ী ধরে—

(নারদের দাড়ী ধরিল)

নারদ। উঃ—

গজবর। ওঃ ভুল হয়ে গেছে! তুমি রাগ করো না দাড়ী গঙ্গা, আমি তোমাকে কিছু বলিনি···সেই ঢেঁকি বাহন নারদের পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছি! ওঃ—একটা গঙ্গা···শুধু একটা গঙ্গা···বেশী যদি থাকত তা হলেও না হয়···ওঃ হয়েছে···হয়েছে···শ্রীচরণ! চল চল—রাজ সভায় চল!

শ্রীচরণ। কেন?

গজবর। বুঝলি নে! ছয় রাগের ছত্রিশ রাগিণী···অর্থাৎ এক এক রাগের ছটী করে রাগিণী! তাই আজ রাজ সভায় যখন গান গাইব তখন আমিও একটী রাগ অবতার হব; অমনি ছয় রাগিণী এসে আমায় গলা জড়িয়ে ধরবে। ভাবিস নে তুই—গঙ্গা একটী বলেই ভাগের অসুবিধা; ছয় রাগিণী পেলে তো অসুবিধে নেই—না হয় তোকেও একটা দেব—তা হলে আমার থাকবে পাঁচটা। আয় আয়···রাজ-সভায় রাগ হইগে—

শ্রীচরণ। কিন্তু সেই গঙ্গা—

গজবর। গঙ্গা নয়...সে নারদের গুষ্টির পিণ্ডি।

[উভয়ের প্রস্থান

(চন্দ্রের প্রবেশ)

চন্দ্র। আর কেন দেবর্ষি, পথে ঘাটে সর্ব্বত্র এ অখ্যাতি কুড়িয়ে আর লাভ কি! এইবারে গৃহে ফিরে চলুন!

নারদ। না—চন্দ্রদেব, আমি এ নিন্দাবাদের কণ্ঠরোধ না করে গৃহে ফিরব না। এই গঙ্গা উৎপত্তির মূলে রয়েছে আমার পরম-পরাজয়। যেখানে গঙ্গার পদার্পণ সেখানেই নারদের নিন্দা! স্বর্গ লোকে দেবতাদের বক্রোক্তি অসহ্য বোধ হতে স্বর্গ মর্ত্ত্য সীমায় এই মলয় প্রদেশে নেমে এলাম, কিন্তু এখানেও নিস্তার নাই চন্দ্রদেব! জানি না, শেষে মর্ত্ত্য লোক পর্য্যন্ত—

চন্দ্র। না দেবর্ষি, মর্ত্ত্য লোকে এখনো গঙ্গা উৎপত্তির বার্ত্তা পৌছে নি!—

নারদ। তাই বা কি করে বলি?

চন্দ্র। গঙ্গা তো মর্ত্ত্যে অবতরণ করেন নি! তিনি নারায়ণের সঙ্গে এই মলয় প্রদেশে এক রাত্রি বিহার করেছিলেন; তাঁরই পদস্পর্শে মলয় আজ শস্য-শ্যামা…পুষ্প-শ্রী-মণ্ডিতা! সেই জন্যেই তো মলয়-বাসীরা তাঁকে জানতে পারল!—

নারদ। কিন্তু মলয় বাসীদের আমি গঙ্গার কাহিনী ভুলিয়ে দিতে চাই, স্বর্গ মর্ত্ত্যের দ্বারদেশ এই মলয় পর্ব্বত হতে আমি গঙ্গার স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই!—

চন্দ্র। সে কি করে সম্ভব দেবর্ষি! এ দেশের মাটীতে যে মুহূর্ত্তে গঙ্গার পুণ্য স্পর্শ লেগেছে সেই হতে গঙ্গা নারায়ণের পার্শ্বচর… তাঁদের রূপ-প্রতীক আনন্দ ও শ্রী যে এখানে বিরাজ কর্চ্ছে!

নারদ। জানি চন্দ্রদেব, কিন্তু স্মরণ রেখো, দম্ভাসুর আমার সহায়। মলয় পর্ব্বতকে আনন্দ ও শ্রীহীন করতে আমার বিলম্ব হবে না; তুমি এস আমার সঙ্গে!—

চন্দ্র। হায় দেবর্ষি, দম্ভাসুর যে আপনাকে আশ্রয় করেছে সে আমি সেই দিনই বুঝেছি, যে দিন মহেশ্বরের খ্যাতিও আপনার

অসহ্য হচ্ছিল। আমায় ক্ষমা করবেন দেবর্ষি, আমি আপনার সঙ্গে থেকে আপনাকে কোন সাহায্য কর্ত্তে পারবো না—

[প্রস্থান

নারদ। বেশ, না আস সাথে কোন ক্ষতি নাই। নারদকে চিরদিন কলহ পরায়ণ বলেই সকলে জানে! আমি আমার বিসর্পিল কূট পথে চলেই গঙ্গা নারায়ণের মহিমা পরীক্ষা করব… গঙ্গার লোক পাবনী নাম কতখানি সত্য…তার পরীক্ষা করব।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

অযোধ্যায় ভগীরথের মর্ম্মর প্রাসাদের পুরোভাগ; আঁকা বাঁকা সিঁড়ি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছে…প্রাসাদ উপরে সিঁড়ির মধ্যস্থলে দুই একজন যবন প্রতিহারিণী! কক্ষমধ্যে নর্ত্তকীদের নুপূর নিক্কণ ও যন্ত্রসঙ্গীত ক্রমে মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া শেষে নিস্তব্ধ হইয়া গেল। প্রথম প্রতিহারিণী দ্বিতীয়াকে…দ্বিতীয়া তৃতীয়ার কাণে কাণে কি যেন বলিল। তৃতীয়া সিঁড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া বীরভদ্রকে বলিল "সম্রাট নিদ্রিত।" প্রতিহারিণীগণ চলিয়া গেল। চারিদিকের সমস্ত আলো নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কেবল প্রাসাদ উপরিস্থিত কক্ষের দীপালোক স্ফটিক বাতায়নে পড়িয়া একটু একটু কাঁপিতে লাগিল।…ক্ষণ নিস্তব্ধতা…

তারপর মৃদুকোলাহল।

বীরভদ্র। একি! কিসের কোলাহল!

(জনৈক প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। নাগাদিত্য…নাগরাজ বাসুকীর বার্ত্তাবহ—

বীর। বাস্থকীর বার্ত্তাবহ, এই গভীর রাত্রে!

প্রতি। সম্রাটের দর্শন প্রার্থী।

বীর। বিশ্রাম করতে বল—

প্রতি। কিছুতেই বারণ মানছে না—বলছে সে সম্রাটকে দর্শন করবেই! ওই—ওই যে সে আমাদের আদেশের অপেক্ষা না রেখে জোর করে নিজেই অগ্রসর হচ্ছে!—

(নাগাদিত্যের প্রবেশ)

নাগাদিত্য। তুমি রক্ষী নায়ক বীরভদ্র!

বীর। আস্তে! সম্রাট নিদ্রিত!

নাগা। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই—

বীর। আপনার বিশ্রামের ব্যাবস্থা কর্চ্ছি। রাত্রি প্রভাতেই সম্রাটকে—

নাগা। রাত্রি প্রভাতে নয়·· এখনই···এই মুহুর্ত্তে চাই। তাঁকে জাগরিত কর সংবাদ···প্রেরণ কর।

বীর। অসম্ভব! সে আমি পারব না!

নাগা। তা হলে পথ ছাড়, আমি নিজেই তাঁকে জাগরিত করে আমার বক্তব্য বলে আসব।

বীর। আমায় ক্ষমা করবেন—সেরূপ আদেশ নাই।

নাগ। আদেশ! দেখেছ? (সঙ্কেত পত্র দেখাইল)

বীর। জানি—ইক্ষাকু রাজবংশের সঙ্গে নাগরাজ বাস্থকীর চির-সৌহার্দ্দ্য; সুতরাং বাস্থকীর বার্ত্তাবহের জন্তে অযোধ্যার প্রাসাদ দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকবে—ওটি তারই সঙ্কেত পত্র। ঐ পত্র দেখেই আপনাকে প্রাসাদে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে নিদ্রিত সম্রাটের বিশ্রাম ভঙ্গ করবার অধিকার আপনাকে দেওয়া হয় নি।

নাগ। তা হলে আমাকে যেতে দেবে না!

বীর। স্বয়ং নাগরাজ বাস্থকী এলেও না—

নাগ। বীরভদ্র—বীরভদ্র—

বীর। কণ্ঠস্বর অবনমিত করুন! আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে রাজ স্থহৃদের যতটুকু অধিকার প্রাপ্য…আপনি বহুক্ষণ তার সীমা লঙ্ঘণ করেছেন!

নাগ। না—না—এখনো লঙ্ঘণ করি নি, তবে যদি পথ না ছাড় সে সীমা লঙ্ঘণ করতে বাধ্য হব আমি…তোমার তপ্ত রক্তে তরবারি রঞ্জিত করে! বল, পথ ছাড়বে কিনা!—

বীর। না—

নাগ। না—

(আক্রমণ, উভয়ের অস্ত্রে ঝণঝণা উঠিল)

(ভগীরথ কোলাহলে জাগ্রত হইয়া বাহিরে আসিলেন)

ভগীরথ। বীরভদ্র!—

বীর। সম্রাট—

নাগ। সম্রাট! আপনিই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ইক্ষাকু কুল-অবতংশ মহারাজ ভগীরথ!

ভগী। কে এ যুবক—

বীর। নাগাদিত্য! নাগরাজ বাস্থকীর বার্ত্তাবহ!

নাগ। আপনার এই উদ্ধত প্রাসাদ রক্ষীর স্পর্দ্ধা, সে আমায় সম্রাট সন্দর্শনে বাধা দিচ্ছিল।

ভগী। যুবক, আমার কর্ম্মচারী সম্বন্ধে তোমার মুখে আমি কোন অভিযোগ শুনবার আগে তোমায় প্রশ্ন করতে চাই—কি

অধিকারে তুমি আমার নিশীথ পুররক্ষীর কর্ত্তব্যে হস্তক্ষেপ করেছ ! সামান্য বার্ত্তাবহের এ দুঃসাহস—

নাগ। আমি শুধু বার্ত্তাবহ নই সম্রাট, আমি নাগরাজ বাসুকীর সন্তান… নাগরাজ্যের যুবরাজ !

ভগী। কিন্তু নাগ-সভ্যতা কি তার যুবরাজকে এই শিক্ষাটুকুও দেয় নি যে প্রাসাদের সামান্য ভৃত্যকেও কর্ত্তব্য সাধনে বাধা দেবার ক্ষমতা কোন যুবরাজের বা মহারাজেরও নেই !—

নাগ। সে শিক্ষা দিয়েছে সম্রাট ! তবে এখানে এসে আজ এক নূতন শিক্ষা লাভ করলাম এই যে…বহ্নি বেষ্টিত জলন্ত গৃহের মধ্যে দৃষ্টি শক্তিহীন কোন অন্ধ রাজা যদি নিদ্রা সুখে মত্ত থাকেন তা হলে তিনি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যান ক্ষতি নাই… তবু তাঁর সুখ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাঁকে আগুনের ভেতর থেকে বাইরে টেনে আনা উচিত নয় !—

ভগী। যুবক, তোমার হেঁয়ালী ছেড়ে দাও; স্পষ্ট করে বল, কি তোমার বক্তব্য !—

নাগ। আমি তো বলতেই এসেছিলাম ; কিন্তু অযোধ্যা সম্রাট এবং তাঁর প্রাসাদের রক্ষী একত্রে মিলিত হয়ে আমায় শাসন করতে এলেন বলেই তো—

বীর। যুবক, তুমি কার সম্মুখে কথা বলছ মনে রেখো—

নাগ। ওঃ আবার রক্তচক্ষু ! উত্তম...বিদায়—

ভগী। দাঁড়াও যুবক, আমি স্থির চিত্তে শুনব, তুমি বল—

নাগ। কিন্তু আপনার এই কর্ম্মচারী—

ভগী। বীরভদ্র—(ইঙ্গিতে বীরভদ্রের প্রস্থান) বল যুবক, আমি অগ্নি-বেষ্টিত গৃহে অবস্থান কচ্ছি—একথার অর্থ কি ?—

নাগ। শুধু কি আপনার গৃহই অগ্নি বেষ্টিত! অযোধ্যা, কোশল, কাঞ্চি, বিদর্ভ, মগধ, এমন কি আপনার পদানতা সমগ্র পৃথিবী যে আজ নরকাগ্নিতে জলে যাচ্ছে সে কি আপনি বুঝতে পারেন নি সম্রাট? শোনেন নি ভয়ত্রস্থা নিপীড়িতা ধরণীর বুক ফাটা আকুল আর্ত্তনাদ!—

ভগী। ধরণীর আর্ত্তনাদ! কেন—কিসের জন্য আর্ত্তনাদ!—

নাগ। আপনি পৃথিবী পালক—পৃথিবী কেন আর্ত্তনাদ করে সেই প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার জন্যেই তো নাগরাজ বাসুকী আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন!

ভগী। নাগরাজ বাসুকী!—তিনিও সে আর্ত্তনাদ শুনেছেন! কিন্তু আমি তো—

নাগ। শোনেন নি! বাসুকীর বিস্তারিত সহস্র ফণা আজ পৃথিবীর কম্পনে টলমল কচ্ছে—বিষধর নাগকুল আজ পৃথিবীর তপ্ত দীর্ঘশ্বাসের ধূমায়িত বিষে মৃত্যু যন্ত্রণায় ঢলে পড়ছে···পৃথিবীর আর্ত্তক্রন্দন আজ অতল পাতালপুরীকে পর্য্যন্ত শতধা বিদীর্ণ কচ্ছে···আর আর সে ক্রন্দন পৃথিবী পালক মহারাজ ভগীরথের কর্ণে প্রবেশ করল না! বিচিত্র!

ভগী। নাগাদিত্য! নাগাদিত্য!—

নাগ। সত্য করে বলুন সম্রাট, কোনদিন, কোনও এক মুহূর্ত্তের জন্যও আপনি শোনেন নি সে ক্রন্দন?

ভগী। মাঝে মাঝে কোন দিন নিশীথ রাত্রে···সমস্ত প্রাসাদ যখন ঘুমে অচেতন···মনে হয় যেন কোথা হতে অতি ক্ষীণ রোদনের ধ্বনি শুনেছি! চমকিত হয়ে উঠে বসেছি আমার শয্যায়···অমনি থেমে গেছে সে ক্রন্দন! তবু মনে

ভেবেছি প্রাসাদ ত্যাগ করে বাইরে এসে দেখব! কিন্তু কে যেন মাতার মমতা ভরা দুটী ব্যাকুল বাহু বেষ্টনে আমাকে শয্যায় শায়িত করে দিয়ে বলেছে, ওরে…কিছু নয়…তুই দুঃস্বপ্ন দেখেছিস শুধু…ঘুমা ঘুমা ঘুমা…আবার ঘুমিয়ে পড়েছি—

নাগ। বিচিত্র কাহিনী—

ভগী। চুপ্…নাগাদিত্য, শুনছ…ঐ ঐ বুঝি আজ জাগরণেও শুনছি তেমনি ক্রন্দন! না না, এতো ক্রন্দন নয়…মনে হচ্ছে, নূপুর নিক্বণ!—

নাগ। মহারাজ, দেখুন দেখুন—

ভগী। একি! কে কে এ রমণী! আমার প্রাসাদ প্রাচীর মধ্যে নিশা অর্দ্ধযামে…আশ্চর্য্য…এযে এক গুপ্ত বিলাসিনী!

নাগ। দেখুন দেখুন সম্রাট, আপনার প্রতিহারী ঐ পণ্য নারীর বাহুবন্ধ—

ভগী। ওকি, প্রতিহারী অচেতন হয়ে পড়ল! ঐ ঐ পাপিণী আর একজনকে বাহুবন্ধনে বেষ্টন করল—তারপর—তারপর আর একজনা! কি আশ্চর্য্য! দেখতে দেখতে সমস্ত প্রতিহারী জ্ঞানহীন অচৈতন্য। ওর বাহু যেন বিষ বল্লরী…ওতে কালনাগিণীর বিষ জ্বালা! কে—কে অই মায়াবিণী। ওকে আমি—ওকে আমি—

নাগ। চুপ, অধৈর্য্য হবেন না মহারাজ! ওই—ওই যে রমণী এবার বীরভদ্রকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা কর্চ্ছে! ওই ওরা এইদিকে আসছে! আসুন মহারাজ, গোপনে সব প্রত্যক্ষ করি।

[উভয়ের প্রস্থান

(অপর দিক হইতে লালসা ও বীরভদ্রের প্রবেশ)

লালসা　দাও—প্রাসাদ দ্বার খুলে দাও বন্ধু—

বীর।　না—না—আমি পারব না—

লালসা　বন্ধু…প্রিয়তম—　　(বাহুবেষ্টনে ধরিতে গেল)

বীর।　না না, তুমি সরে যাও, তোমার চোখে আগুণ…তোমার স্পর্শে আগুণ! সেই আগুণ দিয়ে আমায় পতঙ্গের ন্যায় আকর্ষণ কোরোনা…আমি রাজ ভৃত্য…বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না…প্রাসাদদ্বারা খুলতে পারবো না!

(চলিয়া যাইতেছিল, লালসা মায়া নৃত্যে তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।)

(ভগীরথ ও নাগাদিত্যের পুনঃ প্রবেশ)

ভগী।　আশ্চর্য্য কুহক শক্তি ওই রমণীর! আমার চির বিশ্বস্ত ভৃত্য, কর্ত্তব্যে চির অটল বীরভদ্র, তাকে পর্য্যন্ত ওই কুহকিনী ছলনায় বিমুগ্ধ করে ফেলল!

নাগ।　সেই কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ বীরভদ্র রমণীর ইঙ্গিতে যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় ঐ ঐ দেখুন…আপনার অর্গল বদ্ধ প্রাসাদ দ্বার খুলে দিল!

উন্মুক্ত দ্বার পথে কে…কে ও ভীম মূর্ত্তি পুরুষ…আমার প্রাসাদে প্রবেশ করল! সর্ব্বাঙ্গে যেন তামসী রাত্রির কৃষ্ণ পরিচ্ছদ…হস্তে নাগরজ্জুর ন্যায় দীর্ঘ কষা! একি রূপকথার রাজ্যের অতিকায় কৃষ্ণ দৈত্য সহসা বহু যুগের নিদ্রা হতে জাগরিত হয়ে এল! ওঃ অচেতন প্রহরীগণ ওর কষাঘাতে জর্জ্জরিত হচ্ছে…সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে! একি নাগাদিত্য,

দানব ওদের রক্তধারা পান কচ্ছে! ওঃ অসহ্য...অসহ্য নররক্ত-পিপাসু দানবের এ অত্যাচার আমি বারণ করব! আমার তরবারি...আমার তরবারি—

নাগ। এখন নয়; আর একটু বিলম্ব সম্রাট! সমস্ত রহস্য এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি! তাকিয়ে দেখুন, ওই আর এক রমণী উন্মাদিনীর ন্যায় দ্বার পথে ধেয়ে আসছে! আলুলায়িত রুক্ষকেশ, সর্ব্বাঙ্গে বৈধব্যের রিক্ততা!—

ভগী। তাইত! রমণী কাঁদছে—বারম্বার কাকুতি জানাচ্ছে ঐ কৃষ্ণ-দৈত্যকে অত্যাচার বন্ধ করবার জন্যে! দানব শুনেছেনা...ধেয়ে আসছে এই দিকে...আর রমণী ছুটে আসছে তারই পশ্চাতে!

নাগ। চলে আসুন সম্রাট, অলক্ষ্য হতে দেখি এর পরিণাম কোথায়।

[উভয়ের প্রস্থান

(অপরদিক হইতে দম্ভাসুর ও পৃথিবীর প্রবেশ)

পৃথিবী। দম্ভাসুর...দম্ভাসুর, আর নয়...আর নয়; এবার অত্যাচার বন্ধ কর তুমি।

দম্ভাসুর। বন্ধ করব অত্যাচার! হা! হা! হা!

পৃথিবী। আমি পারি না; আর সহ্য কর্ত্তে পারি না দম্ভাসুর! তোমার দূতী ঐ কুহকিণী লালসা আমার বুক হ'তে আমার সন্তানদের ছিনিয়ে নিচ্ছে, তাদের তোমারই হাতে তুলে দিচ্ছে! তুমি তাদের কষাঘাতে জর্জ্জরিত করে তপ্তরক্ত পান কচ্ছ! মা হয়ে সন্তানের এ নির্ম্মম মৃত্যু আর যে চোখে দেখতে পারি না দম্ভাসুর! আমার বুক ভেঙ্গে গেছে.. পাঁজর চূর্ণ হয়ে গেছে। আর কত কাল এ অত্যাচার চালাতে চাও তুমি?

দন্তা। আরও বহুদিন চলবে, সৃষ্টির শেষ আয়ুপরিমিত কাল পর্য্যন্ত এ অত্যাচার চলবে। তোমার অত্যাচার জর্জ্জরিত মৃত্যু শীতল বুকের ওপর দিয়ে আমি এমনি করে আমার অত্যাচারের জয় রথ চালিত করব। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আমার অযোধ্যাপতি ভগীরথ। আজ এই তন্দ্রাতুর নিশা অর্দ্ধযামে সেই ভগীরথের তপ্ত রক্ত দিয়ে—

(অগ্রসর হইল)

পৃথিবী। না না···ভগীরথ আমার শেষ আশা···ভগীরথ আমার শেষ সম্বল। আমি তার কাছে তোমায় যেতে দেবনা···তুমি ফিরে যাও···তোমার পায়ে পড়ে কাতর অনুনয় কচ্ছি, ফেরো··· ফেরো তুমি—

দন্তা। ছাড়···পথ ছাড়—

পৃথিবী। দন্তাসুর, দন্তাসুর, ভগীরথ আমার দুঃখ-ক্লিষ্ট জীবনের একমাত্র আশ্রয়···সে আমার অন্ধের যষ্ঠী।

দন্তা। তবে ছাড়বে না পথ? দেখ তবে হতভাগিনী—

(কষাঘাত)

পৃথিবী। ওঃ মারো মারো···যত পার কষাঘাত কর...তবু দেবনা···আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়বার পূর্ব্বে ভগীরথের কাছে তোমাকে আমি যেতে দেবনা···ওঃ ভগীরথ, ভগীরথ—

দন্তা। কোথায় তোর ভগীরথ? হাঃ হাঃ হাঃ—

(তরবারি হস্তে ভগীরথ ও তৎসঙ্গে নাগাদিত্যের প্রবেশ।)

। ভগীরথ তোর সম্মুখে! দুর্বৃত্ত পিশাচ—

(অস্ত্রাঘাত, কিন্তু দন্তাসুর হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া অট্ট হাস্তে অদৃশ্য হইল)

ভগী। কে তুমি মা ?

পৃথিবী। আমি পৃথিবী।

ভগী। মাতা পৃথিবী! দানব নির্য্যাতিতা অভাগিনী মা আমার, নীরবে কত দীর্ঘ কাল এ অসহ্য উৎপীড়ন তুমি বুক পেতে গ্রহণ কর্চ্ছ...তবু একটী দিন—তবু একটী দিনও আমায় মুখ ফুটে জানাতে পার নি মা! আমি কি তোমার কেউ নই তবে ?

পৃথিবী। ওরে, ভুলে যাস্ কেন ভগীরথ, আমি যে সর্ব্বংসহা বসুমতী! সব অত্যাচার সহ্য করাই যে আমার ধর্ম্ম!

ভগী। মা!—

পৃথিবী। তবু মনে হয়, আর বুঝি পারি না, দানবের অত্যাচার আজ সর্ব্বংসহার সহ্য সীমাকেও বুঝি অতিক্রম করেছে! তাই আমার দীর্ঘশ্বাসে পাতালপুরী পর্য্যন্ত টলটলায়মান! ওঃ অসহ্য···অসহ্য জ্বালা...ভগীরথ, আমার বুক জ্বলে যায়... হৃদয় পুড়ে যায়।

ভগী। একি! তোমার পা টলছে···শরীর কাঁপছে...একি হোল মা! তুমি আর দাঁড়িও না···আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়, আমি তোমার সেবা করি—(পৃথিবীর শয়ন)

পৃথিবী। পিপাসা···বড় পিপাসা! ভগীরথ, আমায় একটু জল—

ভগী। নাগাদিত্য! প্রাসাদ অলিন্দে ঐ স্ফটীক নির্ঝরিণী! জল—জল!

(নাগাদিত্যের প্রস্থান)

ভগী। মা! একি, মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লে!

(নাগাদিত্যের জল লইয়া প্রবেশ)

নাগ। জল!

ভগী। মা

পৃথিবী। কে!

ভগী। জল—

পৃথিবী। জল! দাও...আমায় দাও—

(পান করিতে গিয়া চমকিয়া উঠিল) একি দম্ভাসুর, আমায় কি এনে দিয়েছ!

ভগী। দম্ভাসুর নই মা, আমি ভগীরথ। তোমায় জল দিয়েছি!

পৃথিবী। না না জল নয়···এযে রক্ত! ইক্ষাকুবংশের রক্ত···সগর বংশের রক্ত!

ভগী। সগর বংশের রক্ত?

পৃথিবী। হ্যাঁ হ্যাঁ...আমি ভুলিনি দম্ভাসুর, তুমি আমার ষষ্ঠি সহস্র পুত্রকে ...ষষ্ঠী সহস্র কীর্ত্তিমান সগর সন্তানকে কপিল ঋষির আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলে, তোমারই মায়ায় তারা আত্মবিস্মৃত হয়ে কপিল ঋষিকে অবমাননা করল···তারপর ঋষি অভিশাপে ছাই হয়ে গেল!—

ভগী। সেকি মাতা!—

পৃথিবী। হ্যাঁ হ্যাঁ, সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ পণ্ড করবার জন্য ইন্দ্র তার যজ্ঞাশ্ব লুকিয়ে রেখেছিল পাতালে কপিল মুনির আশ্রমে। ষষ্ঠী সহস্র সগর সন্তান সপ্তসাগর খনন করে পাতালে পৌছিল! মুনিকে অশ্বের সন্ধান জিজ্ঞাসা করল—ধ্যানস্থ মুনি কথা কইলেন না; তাই দম্ভভরে তারা মুনিকে অপমান করল···মুনির শাপে ধ্বংস হয়ে গেল।

ভগী। একি মর্ম্মন্তুদ কাহিনী মা! আমার পূর্ব্ব-পিতৃগণের একি ভয়াবহ মৃত্যু কাহিনী আমায় শোনালে তুমি!—

পৃথি। সেই ছাই আমি সর্ব্বাঙ্গে মেখেছি···সেই ষষ্ঠী সহস্র পুত্রের চিতা

আমি নিজের বুকে জেলেছি। কিন্তু আর নয়···আর আমি সইতে পারিনা...তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে গেল! আমায় জল দাও—জল দাও—

ভগী। জল তো দিলাম মা! সে জল যদি পান না কর্‌বি তবে বল মা, কোন জলে তোর তৃষ্ণা মিট্‌বে ?—

পৃথিবী। সে তো জানি না—কিন্তু এ পিপাসার বুঝি শেষ নেই···এ মর্ম্ম প্রদাহের বুঝি অন্ত নাই। পুত্র, আমায় রক্ষা কর—সর্ব্ব পিপাসা হরা, সর্ব্বগ্লানি হরা জলধারা দিয়ে তোমার মুমূর্ষা মাতাকে রক্ষা কর!—

ভগী। ব্যাকুলা হয়োনা মা,—চল্‌লুম আমি জলের অন্বেষণে। জানি না কে সন্ধান দেবে সেই সর্ব্ব পিপাসাহরা জলধারার; তবু আমি যাবো—অতল পাতালপুরী হোক···কিম্বা দেবলোক, শিবলোক, এমন কি সুদুর্ল্লভ গোলক বৈকুণ্ঠপুরী হোক··· যেখানেই সেই জলধারা অবস্থান করুক...তোমার চরণ স্পর্শ করে শপথ কর্চ্ছি মা—তাকে নামিয়ে আনব এই মর্ত্ত্য লোকে, আমার পূর্ব্ব-পিতৃগণকে সঞ্জীবিত করতে—দম্ভাসুর-নিপীড়িতা মাতার আকুল পিপাসা মিটিয়ে দিতে— (প্রস্থানোদ্যত)

কৃষ্ণার অলক্ষ্যে আবির্ভাব ও গীত

চলো উত্তর মলয় পুর—
সন্ধান পাবে অলকানন্দার
(হবে) সকল তৃষ্ণা দূর!
বিষ্ণু হৃদয় দল বিগলিত ধারা
চন্দন নিভ জল সন্তাপ হরা—
ধরণী তারণ তরে আনো তারে আনো তারে—
শোক তাপ হবে দূর।
চলো উত্তর মলয় পুর!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুষ্প ফল শোভিত মলয় রাজ্যের বনপথ

আনন্দ ও শ্রীর নৃত্য গীত

একি আনন্দ রসঘন চঞ্চলতা
একি উচ্ছ্বল উদ্বেল বিহ্বলতা !
একি আলোক পুলক লেখা মেঘের মনে
একি আলাপি কলাপি কেকা নাচে সঘনে !
  একি তটিনী চলে আঁকা বাঁকা
  একি জলেতে দোলে শশী রাকা !
একি কাননে কাননে কুসুমে কুসুমে
  নন্দন গন্ধের মধু বারতা !

(গীতান্তে প্রস্থান)

(নাগাদিত্য ও ভগীরথের প্রবেশ)

নাগ। কি আশ্চর্য্য সম্রাট ! এই মলয় প্রদেশে পদার্পণ মাত্র যেন আমাদের সমস্ত পথশ্রান্তি দূর হয়ে গেল ! এর তুষার মৌলী গিরি, শ্যামায়িত উপত্যকা, হিমাণী সিক্ত মৃদু সমীরণ···যেন কোন অলকা পুরীর স্বপ্ন সুষমা দিয়ে আমাদের সর্ব্ব চেতনাকে বিমুগ্ধ করে দিল !

ভগী। সত্য নাগাদিত্য, এমন অপূর্ব্ব শোভা আমি জীবনে কখনো দেখিনি ! কিন্তু এই মর্ত্ত্য সীমার কল্প-লোকে প্রবেশ করেও

এখনও তো আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হল না নাগাদিত্য! কোথায় সেই তৃষ্ণাহরা তটিনী...যার জল পান করবার জন্যে আমার পিপাসিতা ধরিত্রী মাতা আকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা কচ্ছেন!

নাগ। সম্রাট, আমার মন বল্‌ছে, আমরা এখানেই সেই কল্প-নদীর সন্ধান পাবো। এই প্রদেশেই সেই সর্ব্ব সন্তাপ হরা তটিনী প্রবাহিতা ; নইলে এই মলয় প্রদেশ এমন শ্যাম-শোভা পেল কোথা হতে? কার স্পর্শে এই মলয়-মালঞ্চ নন্দন-বাঞ্ছিত পুষ্প ফলে সুশোভিত হল? আসুন, সন্ধান করে দেখি সম্রাট!

ভগী। চল নাগাদিত্য!

(আনন্দ ও শ্রীর পুণঃ প্রবেশ)

আনন্দ। ভীণ দেশী গো, কার সন্ধান কচ্ছ?

ভগী। কে—কে তোমরা?

শ্রী। চিন্‌তে পারনা? আমরা সেই গো সেই—যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছ তোমরা।

ভগী। কাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি?

শ্রী। কেন? তোমরা খুঁজছ তাদের, যারা এই মলয় পর্ব্বতকে শ্যাম-শোভা দিয়েছে···এর ফুলে মধু দিয়েছে, হাওয়ায় অমৃতের গন্ধ বিলিয়ে দিয়েছে! সেই আমাদেরই তো খুঁজছ।

ভগী। তোমরাই বুঝি তাহলে এ দেশকে এমনি করে সাজিয়েছো! হাঃ হাঃ হাঃ—শুনেছ নাগাদিত্য, এদের কথা?

নাগ। মধুময় মলয় পুরী···মধু মুর্ত্তি এর কিশোর কিশোরী। এদের

সারল্য দেখ্‌লে সত্যিই হৃদয় জুড়িয়ে যায়! আসুন সম্রাট, আমরা আমাদের কর্ত্তব্য দেখি। (প্রস্থানোদ্যত)

আনন্দ। বাঃ, চলে যাচ্ছ যে?

শ্রী। দাওনা যেতে। ওদের কেবল কাজ আর কাজ···তাই আমাদের দিকে তাকাবার অবকাশ নেই! এই মিছে কাজের জঞ্জাল যদি ওরা মনের ভেতর থেকে সরিয়ে ফেলতে পারত...তাহলে মনের সেই স্বচ্ছ দর্পণে দেখ্‌তে পেতো যে যাদের খোঁজে ওরা পাগল হয়ে বেড়াচ্ছে সেই বাঞ্ছিত জন আমরাই!

ভগী। তোমরা! নাগাদিত্য, একি বলে···একি অদ্ভুত কথা বলে এই কিশোর কিশোরী! সত্য করে বলো, জানো তোমরা, আমরা কার সন্ধান কর্চ্ছি?

আনন্দ। জানি!

ভগী। কার?

আনন্দ। }
শ্রী। } —গঙ্গা নারায়ণের!

ভগী। গঙ্গা নারায়ণের!

আনন্দ। হাঁ, বল, নারায়ণের অন্তর পদ্ম হতে আবির্ভূতা সেই গঙ্গার জন্যে তোমরা মলয় পর্ব্বতে আসনি?

ভগী। সত্য, সত্য, তবে কি—তবে কি তোমরাই সেই গঙ্গানারায়ণ? আমার বুকে এসো···বুকে এসো—

শ্রী। ও বাবা, ধরবে নাকি! এতক্ষণ, ছেলে মানুষ বলে গ্রাহ্যই হচ্ছিল না, এবার দেখি—হাত বাড়িয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে চাও! এসো, পালিয়ে এসো।

ভগী। দাঁড়াও, দাঁড়াও গঙ্গা নারায়ণ; পেয়েছি যখন···আমি ছাড়বনা তোমাদের।

শ্রী। উঃ, ছাড়ো ছাড়ো···বড় লাগে! সত্যি বলছি, আমরা গঙ্গা নারায়ণ নই, আমাদের আটকে রেখো না। আমরা তাঁদের সেবক আনন্দ ও শ্রী—

ভগী। আনন্দ ও শ্রী! এসো, এসো তোমরা, গঙ্গা নারায়ণ লাভের জন্য আমি সাধনা করব। তোমরা আমার সহায় হবে এসো!

আনন্দ। সেতো হবেনা! আমরা মলয় রাজ্য ছেড়ে যেতে পারব না!

ভগী। কেন?

শ্রী। আমরা যার কাছে থাকি···সে যদি আমাদের স্বেচ্ছায় বিদায় না দেয় তাহলে আমরা কখনও তা'কে ত্যাগ করিনা। মলয় রাজ দিগ্বজ যদি আমাদের ছেড়ে দেয় তবেই আমরা তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমার সাধনার সহায় হতে পারি।

ভগী। তা হলে চললুম আমি মলয় রাজের নিকটে...যে করে হোক··· আমি তোমাদের দিগ্বজের নিকট হতে গ্রহণ করব। তোমাদের সাহায্যে গঙ্গা নারায়ণ দর্শন করব। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

মলয় প্রদেশের পুষ্প শোভিত উপত্যকা ভূমি ; জোৎস্নারাত, মলয়-
রাজ দিগ্বজ ও সামন্ত রাজগণ ইতঃস্তত
শিলাবেদীতে আসীন

মলয় কন্যাদের নৃত্যগীত

ইসারায় চাঁদ কথা কয় মউল বনে অই,
যার সাথে মুই কইব কথা (সেই) মনের মানুষ কই?

মেঠো পথে রাখাল ছেলে বাজায় মিঠে বাঁশী
অমনি কেন পড়ছে মনে বঁধুর মধুর হাসি।
ওলো বলনা আমার সই ?
চখা চখী মুখোমুখী বসে নিরালায়
অমনি যেগো বসিত সে হেলে আমার গায়
এমন রাতে সে বিনে সই, কেমন করে রই ?
ওলো বলনা আমার সই ॥

[গীতান্তে প্রস্থান

১ম। বাঃ বেড়ে—বেড়ে—

দিগ্বজ। এই, তুই বেড়ে বল্‌বার কেরে ব্যাটা কোলা ব্যাঙ্! আমি রাজা, আমার সাম্‌নে আমার চাকর বাকরেরা বেড়ে বলবে ? সভার নিয়ম কানুন ভুলে যাওয়া তো ভাল কথা নয়! এই ব্যাটারা, বল্ দেখি, ভুলে গেছিস্ কিনা; সবাই মুখস্ত বল্‌তো—আমি কে ?

সকলে। আজ্ঞে শ্রীমান্ মলয় পর্ব্বতাধিপতি, অশেষ গুণান্বিত পর্ব্বত বপুধৃত শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীশ্রী, শ্রীশ্রী শ্রীমান্ দিগ্বজ চণ্ড বিক্রম!

দিগ্বজ। থামলি ব্যাটারা! তারপর, আমি তোদের—

সকলে। আপনি আমাদের চতুর্দ্দশ পিতৃলোক উদ্ধারণ—

দিগ্বজ। হ্যাঁ, ঐটি মনে রেখো চাঁদ,—নইলে তোমাদের ছেলেদের বাবাদেরও জনে জনে রাম থাপ্পর দিয়ে উদ্ধারণ করব। হ্যাঁ—

সকলে। মহারাজ!

দিগজ। (ব্যাঙ্গ করিয়া) মহারাজ। অমন গোমড়া মুখে মহারাজ বলবার কোন মানে হয় ? হাস্ ব্যাটারা হাস্—

সকলে। হাস্‌ব! কিন্তু আপনার মূর্ত্তি দেখে যে আমাদের কান্না পাচ্ছে!

কান্না পাচ্ছে—তবু হাস্‌তে হবে, রাজার হুকুম মানতে হবে—
কান্না পায় তো পাক—তোরা কাঁদতে কাঁদতে হাস্—হাস—

সকলে। হোঃ হোঃ হোঃ

(গজ বরের প্রবেশ)

গজ। এই, হল্লা করিসতো সব গুলোর টুটী চেপে মারব !

সকলে। হিঃ হিঃ হিঃ—

গজ। আবার ! হাস্‌তে পাবিনে—

সকলে। হাসতে পাবনা ! মহারাজ !

দিগ্বজ। কে ?

গজ। কে আবার ! আমি—আমি !

দিগ্বজ। একী···সভা গায়ক গজবর ! আমি ওদের হাস্‌তে আদেশ করেছি।

গজ। হাসতে আদেশ করেছেন, আর আমি ব্যাটা রাগ অবতার হয়েছি—; হাসি দেখে আমার সব রাগ গলে জল হয়ে যাক্ ! না—না—ও আদেশ ফাদেশ হবে না।

দিগ্বজ। কি ! আমার আদেশ—আমার ভৃত্য হয়ে—

গজ। আমি কারুর বাবার ভৃত্য নই···আমি রাগ হয়েছি !

দিগ্বজ। ওরে ব্যাটা চাকর, তোমার রাগের মাথায় লাথি মারি !

গজ। কি বিপদ...এতখানি রাগ হলাম—এখনও রাগিণীর দেখা নাই ! শেষে কি ওই গোদা পায়ের লাথি খেয়ে মরব ! উঁহু, ঘাবড়ালে চল্‌বে না ; তপস্যার পথে অনেক বিঘ্ন আস্‌বে, সেতো জানা কথা।

দিগ্বজ। গজবর,—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে ! তোর মত গাধার আমার দরকার নেই—বেরিয়ে যা বলছি।

গজ। ওরে ব্যাটা—মহারাজ, তোর মত মহারাজেরও আমার দরকার নেই (দিগ্বজ কর্ত্তৃক গজবরের কেশাকর্ষণ) উঃ, রাগিণী, রাগিণী, কোথায় তুমি! গোদা রাজার হাত থেকে রক্ষা কর। দোহাই…দোহাই মহারাজ, রাগিণী পাবার জন্যে রাগ হয়েছিলাম—পেলে আপনাকেই দিতাম।

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। মহারাজ!

দিগ্বজ। কে!

গজ। একি! বাবা দাড়ী গঙ্গা!

দিগ্বজ। দাড়ী গঙ্গা!

গজ। থুড়ি! রাগিণী—! রাগ হয়ে ঐ রাগিণী এনেছি; আপনি ওকে গ্রহণ করুন মহারাজ। আহা, কি সুন্দর মানিয়েছে আপনার পাশে! ওঃ, খুব বাঁচান্ বাঁচিয়েছ দাড়ী গঙ্গা! আর এ গোদা রাজার রাজ্যে ভুলেও আস্‌ছিনে।

[প্রস্থান

নারদ। মহারাজ!

দিগ্বজ। কে তুমি।

নারদ। আমি যেই হই, তোমার শুভার্থী বলে জেনো মহারাজ। জানাতে এলাম…তোমার রাজ্য বিপন্ন; তুমি এই মলয় প্রদেশের সকল অধিকার হারাতে বসেছ!

দিগ্বজ। কেন?

নারদ। মলয় প্রদেশের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছ রাজা!

দিগ্বজ। হুঁ—ইঁট-পাথরের দেশ ছিল, শ্রী আর আনন্দ এসে এখন

এদেশকে করেছে অগুস্তি ফল ফুলে ভরা দ্বিতীয় নন্দন-কানন! এ তো খুব ভালই হয়েছে হে!

নারদ। মূর্খ রাজা; জান, এই শ্রী ও আনন্দ কে? কেন তারা এদেশকে এমন ভাবে দ্বিতীয় নন্দন কাননে পরিণতি কর্ল!

দিগ্বজ। না, জানি না বটে! ওরা কারা? কেন এমন কর্ল?

নারদ। ওরা গঙ্গা নারায়ণের দূত! স্বর্গের নন্দনকানন দেবরাজের অধিকারে। তাই তোমার এই মলয় প্রদেশকে দ্বিতীয় নন্দনকাননে পরিণত করে—তোমায় এ রাজ্য হতে বিতাড়িত করে—নারায়ণ এখানে তাঁর লীলা নিকেতন স্থাপিত কর্‌বেন।

দিগ্বজ। কি? এর পেছনে এত বড় ষড়যন্ত্র! আমি কি শক্তিহীন যে এ অত্যাচার সহ্য করব! ওরে মলয়বাসীগণ, তোরা প্রস্তুত হ—নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে প্রস্তুত হ! আয়—আয় আমার সঙ্গে!

নারদ। কিন্তু তার আগে ঐ আনন্দ ও শ্রী!

দিগ্বজ। সেই নারায়ণের গুপ্ত দূতদের আমি বিতাড়িত করব! ঘাড় ধরে আমার রাজ্য হতে বহিস্কৃত করব!

[দিগ্বজ ও মলয়বাসীদের প্রস্থান

(দম্ভাসুরের প্রবেশ)

দম্ভা। দেবর্ষি...দেবর্ষি নারদ—

নারদ। একি দম্ভাসুর! তুমি এমন ভীত-ত্রস্ত হয়ে ছুটে এলে কেন?

দম্ভা। তুমি—তুমি একি করলে দেবর্ষি! আনন্দ ও শ্রীকে বিতাড়িত কর্‌বার জন্যে দিগ্বজকে উত্তেজিত কর্লে কেন?

নারদ। নইলে ওরা তো এদেশ ছেড়ে যেতো না! আনন্দ ও শ্রী

যাকে আশ্রয় করে, সে নিজে তাকে বিতাড়িত না করলে, তারা ত তাকে ত্যাগ করে না !

দম্ভা। কিন্তু দেবর্ষি, তুমি যে ওদের মুক্তি দিয়ে মহা সর্ব্বনাশ ডেকে আনলে ! শুনেছ, অযোধ্যার রাজা ভগীরথ এসেছে এই মলয় পর্ব্বতে গঙ্গার সন্ধানে !

নারদ। অ্যাঁ—

দম্ভা। এবার আনন্দ ও শ্রী এখান থেকে মুক্তি পেয়ে ভগীরথের সঙ্গী হবে। ওর সাধনার পথ প্রদর্শক হয়ে ওকে গঙ্গা নারায়ণ দর্শন করাবে ! যে গঙ্গা স্বর্গ-মর্ত্ত্যের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত এসেছে বলে তুমি ভীত হয়ে পড়েছিলে—সেই গঙ্গা এবার সুদূর মর্ত্ত্যলোক পর্য্যন্ত কল নাদে প্রবাহিত হয়ে, তোমার অপযশ ঘোষণা করবে ! সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গা বারি স্পর্শে মর্ত্ত্যলোক হ'তে আমার প্রভাবও বিলুপ্ত হয়ে যাবে !

নারদ। তাইত, একি কর্লাম—একি কর্লাম তবে ! কেন আমি আনন্দ ও শ্রীকে মুক্তি দান করলাম ! না—না ভগীরথের সঙ্গে ওদের আমি প্রাণান্তেও সম্মিলিত হতে দেব না।

দম্ভা। চুপ্—ঐ দেখ, নিজে দিগ্বজ ওদের ভগীরথের সঙ্গে সম্মিলিত করে দিয়ে এইখানেই আসছে !

নারদ। সর্ব্বনাশ, এখন উপায় ?

দম্ভা। শোন দেবর্ষি ! আমি এক কৌশল উদ্ভাবন করেছি ! দিগ্বজকে আনন্দ ও শ্রী ভগীরথকে দান করতে দাও ! আমিও এইবারে মায়া বলে অই স্থূলাঙ্গ নির্ব্বোধ দিগ্বজকে আশ্রয় করব ! আনন্দ শ্রীর পরিবর্ত্তে ভগীরথকে প্রতিজ্ঞা করাব, গজরাজ রূপে তার

কাছে আমি যে বস্তু প্রার্থনা করব, ভগীরথ সেই বস্তুই আমাকে দান করবে।

নারদ। তোমার কথার অর্থ বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—

দম্ভা। বুঝ্‌লে না—দেবর্ষি? ভগীরথ যদি গঙ্গা আনয়ণে সমর্থ হয় তাহলে বৈকুণ্ঠ হতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আমিই মলয় রাজরূপে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে ভগীরথের নিকট ঐ গঙ্গাকে প্রার্থনা করব। পণ-বদ্ধ ক্ষত্রিয়-নন্দন কিছুতেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌তে পারবে না। তার ফলে, গঙ্গা এই মলয় পর্ব্বত সীমাতেই আকল্পকাল আবদ্ধ থেকে যাবে। আর পৃথিবীর মাটী স্পর্শ করতে পারবে না।

নারদ। চমৎকার! চমৎকার বুদ্ধিচাতুর্য্য তোমার দম্ভাসুর!

দম্ভা। ঐ দিগ্বজ এই দিকেই আস্‌ছে। এই মুহূর্ত্তে আমি কলেবর পরিত্যাগ করে গজরাজকে আশ্রয় করব। তুমি গজরাজকে ভগীরথের নিকট শ্রী ও আনন্দের জন্য মুল্য গ্রহণ করতে বোলো, আমিও ওর হৃদয়ে বসে ওকে চালিত করব।

[প্রস্থান

(দিগ্বজের সহিত আনন্দ ও শ্রীর প্রবেশ)

দিগ্বজ। যায় শত্রু পরে পরে! তাড়িয়েই দিচ্ছিলাম ওদের! এমন সময় অযোধ্যা রাজ ভগীরথ এসে ওদের প্রার্থনা করল! বুঝলে দেবর্ষি, ওদের নিয়ে উনি নাকি মর্ত্ত্যলোকেও নন্দনকানন করতে চান্—অর্থাৎ কিনা, খাল কেটে কুমীর আনতে চান্! তখন তো মলয় দেশ ছেড়ে মর্ত্ত্যলোকের ওপরেই নারায়ণের সুদৃষ্টি পড়্‌বে। কেমন মজা! হাঃ হাঃ হাঃ!

নারদ। চুপ্—অত হেসোনা! ওদের তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ জানতে পারলে ভগীরথের মনে সন্দেহ হবে! বুঝ্‌বে তখন, ওদের নেওয়ায় বিপদ আছে! সুতরাং বিনা মূল্যে না ছেড়ে বিক্রয় কর ওদের!

দিগ্বজ। বিক্রয় ক'রব! কি দাম চাইব!

নারদ। সে এখন নয়! এখন তোমার কিসের অভাব! সময় বুঝে চেয়ে নিয়ো! এখন ওকে শুধু প্রতিজ্ঞা করিয়ে নাও—তুমি যা চাইবে তোমায় তাই দেবে।

(ভগীরথের প্রবেশ)

ভগী। মলয় রাজ! আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আপনার কৃপায় আনন্দ ও শ্রীকে লাভ করে আমি ধন্য।

দিগ্বজ। লাভ লোক্‌সান পরে হবে মশাই! আমি তো ওদের অম্নি ছেড়ে দিতে পারি না—ওর জন্যে যোগ্য মূল্য চাই—কি বলেন ঠাকুর?

নারদ। নিশ্চয়!

ভগী। উত্তম! আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি এই আনন্দ ও শ্রীর বিনিময়ে যে বস্তু প্রার্থনা ক'রবেন আপনি—

আনন্দ } চুপ্ চুপ্...ধাঁ করে বোকার মত না জেনে প্রতিজ্ঞা করো না!
শ্রী } ওতে যে তোমার ভীষণ ক্ষতি হতে পারে!

ভগী। ওরে আনন্দ, ওরে শ্রী, তোদের আমি যখন পেয়েছি তখন আর জগতের কোন লাভ ক্ষতিকে আমি আশঙ্কা করি না। ত্রিজগৎ সাক্ষ্য রেখে প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি আমি...এই আনন্দ শ্রীর বিনিময়ে যে দুর্লভ বস্তু চাও মলয় রাজ, আমি তোমায় সেই বস্তুই দান করব। বল কি, চাই তোমার?

দিগ্গজ। হাঃ হাঃ হাঃ—মনে রেখো রাজা, এখন নয়···যা চাইবার সে চাইব পরে!

[নারদ ও দিগ্গজের প্রস্থান

ভগী। একি! এদের হাসি শুনে আমার অন্তরলোক সহসা কম্পিত হয়ে উঠে কেন! কি অভিসন্ধি আছে এদের মনে! থাক যে কোন অভিসন্ধি···গঙ্গা নারায়ণের চরণ তীর্থ যাত্রী আমি, আমার আবার আশঙ্কা কিসের! এসো আনন্দ, এসো শ্রী, গঙ্গাবতরণ তপস্যায় তোমরা আমার সহায় হবে এসো!

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। দাঁড়াও হে অযোধ্যা সম্রাট!

ভগী। এ কি দেবরাজ!
কি আজ্ঞা বাসব? কহ দেব,
কোন প্রীতি সাধিব তোমার!

ইন্দ্র। আসিয়াছি শ্রী আনন্দে স্বর্গলোকে ফিরায়ে লইতে!
দানবের অত্যাচারে শ্রীহীন ত্রিদিব মম
বেষ্টিয়াছে নিরানন্দ গভীর আঁধার;
ভগীরথ,—এ দোঁহার মম করে কর সমর্পণ।

ভগী। শ্রী আনন্দে যোগ্য মূল্যে কিনেছি বাসব,
মলয়েন্দ্র গজের সকাশে!
এরা মোর তপস্যায় হইবে সহায়!
তপস্যা হইলে শেষ এক অংশ মাতা সুরধুনী···
এক অংশ ইহাদের লয়ে যাবো ধরণী উদ্ধারে;

অন্য অংশ দেবরাজ,
স্বর্গ পুরী তরে তুমি করিও গ্রহণ।

ইন্দ্র। হাসালে আমারে রাজা!
গঙ্গারে লইবে তুমি বৈকুণ্ঠ নগর হতে মরলোক মাঝে?
হাঃ হাঃ। ছেড়ে দাও আনন্দেরে, ছাড়ো শ্রী দেবীরে।

ভগী। ক্ষমা কর দেবরাজ,—মাতারে আনিতে পারি কিম্বা নাহি পারি,
প্রাণান্ত সাধনা আমি দেখিব করিয়া।
তপঃ সিদ্ধি পূর্ব্বে আমি শ্রী আনন্দে ত্যজিতে না'রিব।

ইন্দ্র। ত্যজিবে না তবে!

ভগী। না!—

ইন্দ্র। ক্ষীণ প্রাণ মরজীব! এত স্পর্দ্ধা তব!
বাসবের আজ্ঞা অবহেলা!
নিরস্ত্র অবধ্য মোর। অস্ত্র ধর করে;
রণ দেহ আমারে মানব!

ভগী। গঙ্গা আনয়ন হেতু ব্রতচারী আমি হে বাসব!
মম তপস্যার পথে নাহি স্থান কলহ হিংসার!
অস্ত্র তব স্পর্শিতে নারিব!
রণবাঞ্ছা অপাততঃ কর পরিহার!

ইন্দ্র। করিবে না রণ যদি—ছাড় ইহাদের!

ভগী। তাও ছাড়িব না!
ইচ্ছা হয় বজ্রাঘাতে বধিয়া আমারে
শ্রী আনন্দে করহ গ্রহণ!
মৃত্যুপণ; স্বেচ্ছায় কখনও আমি
ত্যজিবনা সাধনার সাথী।

ইন্দ্র। অস্ত্রহীনে বধ করি—
বজ্র অস্ত্র কলঙ্কিত করে না বাসব ;
স্বেচ্ছায় যগুপি নাহি ত্যজ এ দোঁহারে
জৃম্ভনাস্ত্রে হরিয়া চেতন
শ্রী আনন্দে লয়ে যাবো অমর আলয়ে।
জৃম্ভনাস্ত্র—জৃম্ভনাস্ত্র—
(ভগীরথ পতিত হইল ; ইন্দ্র শ্রী আনন্দকে লইয়া চলিল)

ইন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ—এস মোর সাথে—

(নাগাদিত্যের প্রবেশ)

নাগ। অপেক্ষা বাসব—
ইন্দ্র। কে ?
নাগ। ব্রতচারী ভগীরথ অস্ত্র ত্যজিয়াছে
তাই বলে, অস্ত্রহীন নহে জেনো বাসুকী নন্দন !
ইন্দ্র। বাসুকী নন্দন ! এত স্পর্দ্ধা তোর !
নাগ। স্পর্দ্ধা কোথা দেখিলে বাসব !
অহিংস তাপসে আজি জৃম্ভনাস্ত্রে মূর্চ্ছিত করিয়া
শ্রী আনন্দে লয়ে যাও অমর আলয়ে !
হস্ত পদ যুগে তোমা পরাইব কঠিন শৃঙ্খল,
শ্রীআনন্দে কেড়ে লব যবে...
সেই ক্ষণে দেখো ইন্দ্র, নাগাদিত্য কত স্পর্দ্ধা ধরে !
ইন্দ্র। রে দাম্ভিক নাগ সুত,
বাসবে চাহিস তুই শৃঙ্খল পরাতে ! বুঝিলাম এতক্ষণে
মৃত্যু তোর দাঁড়ায়ে শিয়রে।

নাগ। মর জীব আমরা বাসব,
মরণের রূপ নহে অচেনা মোদের।
নিপীড়িতা ধরণীর রক্ষণ কারণ, ব্রতচারী রাজা ভগীরথ,
নাগ যুবরাজ আমি সহায় তাহার ;
ব্রত সমাপণ পরে শ্রীআনন্দে লবে স্বর্গ পুরে—
ব্রত বিঘ্ন···তপবিঘ্ন···দাম্ভিক বাসব,··
সে বিলম্ব সহেনা তোমার !
নাগ পাশ, নাগপাশে করিয়া বেষ্টন,
যন্ত্র পুত্তলিকা সম রাখিব তোমারে।

ইন্দ্র। নাগ পাশ ! আরে মূঢ়, জান নাকি,
বজ্র পাণি দেবেন্দ্র বাসব ! ইচ্ছামাত্রে কাল বজ্র আবির্ভূত হয়ে
ভস্ম স্তূপে পরিণত করিবে তোমারে !

নাগ। পারিবে না বধিতে আমারে—

ইন্দ্র। পারিব না !

নাগ। না—না কভু নহে ! বজ্র তব ব্যর্থ হয়ে
লজ্জায় লুকাবে মুখ মেঘের গুণ্ঠনে।

ইন্দ্র। বটে ! ইন্দ্র বজ্র ব্যর্থ হয়ে যাবে !
ডাকিব কি বজ্র অস্ত্রে তবে ?

নাগ। ডাক তব বজ্র অস্ত্রে ;
শঙ্কা নাহি করি।
নিপীড়িতা নিখিলের উদ্ধার কারণ—
গঙ্গা আনয়ন হেতু যে সাধন করে ভগীরথ—
আমি তার হয়েছি সহায় !
বিশ্বম্ভর নারায়ণে করিনু স্মরণ—

স্মরিলাম সুরেশ্বরী গঙ্গার মহিমা।
ন্যায় নিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী ধর্ম্মের সেবক
গঙ্গা নারায়ণ কৃপা লভয়ে যদ্যপি…
সত্য সত্য ভকত বৎসল যদি গঙ্গা নারায়ণ—
কালবজ্রে সুনিশ্চিত মেঘ লোকে করিব স্তম্ভন!
নাগ পাশে বাসবেরে করিব বন্ধন!
ডাক—ডাক বজ্রে দেবরাজ,—বুঝি বীরপণা।

ইন্দ্র। বজ্র অস্ত্র—বজ্র অস্ত্র!
একি অস্ত্র মম দেখা দিয়া কি হেতু লুকায়!
বজ্র বজ্র—

নাগ। হাঃ হাঃ হাঃ কোথা বজ্র? পরিবর্ত্তে তার
এই দেখ, ভেদিয়া মেদিনী পৃষ্ঠ
নাগ পাশ আবির্ভূত নাগলোক হতে!
এই পাশ আবেষ্টনে
নিথর পাষাণ সম থাকো এই খানে—

(ইন্দ্র নাগ পাশে বদ্ধ হইল)

(ভগীরথের নিকট গিয়া)

নাগ। ওঠো ওঠো হে তাপস শ্রেষ্ঠ,
নাগামৃত পরশনে লভগো চেতনা।

(ভগীরথ উঠিয়া দাঁড়াইল)

ভগী। 　এ কি ? বন্দী দেবরাজ !
ছিছি, শৃঙ্খল শোভে কি কভু দেবেন্দ্রের করে !

(শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া)

যাও স্বর্গে দেবেন্দ্র বাসব,—নমস্কার লইয়া মোদের।

নাগ। 　হ্যাঁ, সেই সঙ্গে আশা করি রাখিবে স্মরণে,
দেবেন্দ্রের করধৃত কালবজ্র হতে
হিংসাহীন তপাচারী বহু শক্তি ধরে॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৈকুণ্ঠ পুরী ; লক্ষ্মী, সরস্বতী আসীনা।

পুরকন্যাদের গীত

আঁধার গোলোক ধাম।
কোথা নারায়ণ, কোথা নারায়ণ,
কোথা মম প্রাণারাম !
কাঁদিছে কমলা কমল কাননে
কাঁদে বীণাপাণি বীণা আলাপনে
কাঁদে পুর নারী—কাঁদে শুক শারী
আসিবেনা প্রাণারাম !

[প্রস্থান।

সরস্বতী। লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, আর কাঁদিসনে তুই। কাঁদতে কাঁদতে দুই চোখ যে অন্ধ করে ফেলবি বোন্ !

লক্ষ্মী। সরস্বতী, মনে ভাবি কাঁদব না, কিন্তু পোড়া মন যে প্রবোধ মানতে চায় না ! ভেবে দেখ সরস্বতী, আজ কতদিন হ'ল তিনি বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করে গেছেন ! মনে হয়…যেন কত যুগ ধরে নারায়ণের সেই শ্রীমুখ-পঙ্কজ আমি দেখতে পাইনি !

সর। সত্যি লক্ষ্মী, আমি ভেবে অবাক হই, তিনি আমাদের ছেড়ে এমন করে থাকেন কী করে ! তাঁকে সবাই শালগ্রাম শিলা অধিষ্ঠিত করে পূজো করে বলে—তাঁর সারা মনও কি শালগ্রাম শিলার মতই পাথর হয়ে গেছে ! সে পাষাণের মনে কি এতটুকু দয়া নাই !

লক্ষ্মী। চুপ্ চুপ্···ওকথা বলিস নে সরস্বতী, তিনি যে দয়ার আধার! যে তাঁকে মনে প্রাণে ডাকতে পারে·· দয়াল হরি তারি কাছে ছুটে যান! হয়তো আমরা ডাকার মত ডাকিনি—তাই তিনি—

(নেপথ্যে নারায়ণ) লক্ষ্মী...লক্ষ্মী—

লক্ষ্মী। ঐ ঐ বুঝি প্রভু আসছেন! শুন্‌লি সরস্বতী, তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর!

নেপথ্যে নারায়ণ। লক্ষ্মী···লক্ষ্মী—

সর। তাইতো···প্রভুই তো এসেছেন! এতদিনে তবে সত্য সত্যই আমাদের দুঃখ নিশা প্রভাত হল !

[বিষ্ণু ও পশ্চাতে গঙ্গার প্রবেশ]

বিষ্ণু। দুঃখ নিশা প্রভাত হল দেবি, শুধু তোমাদের নয়···আমারও। এই দীর্ঘকাল তোমাদের না দেখে প্রাণ যে আমার কী বেদনায় ব্যথিয়ে উঠেছিল...সে আর কী বলব লক্ষ্মী, কী আর বলব সরস্বতী! তাই আকুল হয়ে ছুটে এলাম তোমাদের বুকে ধরতে! এস লক্ষ্মী (হাত ধরিলেন) এস সরস্বতী—

(গঙ্গার প্রতি চোখ পড়িতে সরস্বতী পিছাইয়া গেলেন)

সর। দাঁড়াও নারায়ণ,—তোমার পশ্চাতে এ রমণী কে ?—

বিষ্ণু। ওঃ, তোমাদের মিলনানন্দে আমি এঁর পরিচয় করিয়ে দিতে বিস্মৃত হয়েছিলাম। ইনি লোক পাবনী গঙ্গা···আমার হৃদপদ্মে এঁর উদ্ভব।

গঙ্গা। হৃদপদ্মে নয় প্রভু, আপনার চরণ-পদ্মে বলুন। দেবি, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

লক্ষ্মী। বাঃ! কী সুন্দর এঁর চন্দন কান্তি! দুটী চোখ যেন দুটী

অর্দ্ধস্ফুট নীল কমল! রক্তোৎপলের ন্যায় ওষ্ঠপুটে কি সুন্দর হাসি খেলে যাচ্ছে! দেখেছ···দেখেছ সরস্বতী, পিঠের ওপর এলিয়ে পড়া একরাশ কালো চুল···যেন মেঘের চাল চিত্রের সম্মুখে স্থির বিদ্যুতের প্রতিমাখানি! হ্যাঁ বোন,—তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে তো?

গঙ্গা। থাকব বলেই তো এসেছি দেবি! যদি কৃপা করে আপনাদের সঙ্গিনী হয়ে প্রভুর চরণ সেবার অধিকার দেন—তবেই এ জন্ম সার্থক বলে মানব দেবি!

লক্ষ্মী। দেবী নয়···বল লক্ষ্মী···বল তোমার বোন। এসো, আমার হাত ধরে চলে এসো গঙ্গা! আমি বৈকুণ্ঠ-পুর-বাসীদের দেখিয়ে আনি—তাদের আজ এক ভুবন-আলো করা নূতন মা এসেছে।

[প্রস্থানোদ্যতা

সর। দাঁড়াও লক্ষ্মী; নারায়ণ, তুমি সত্য করে বলো, এই রমণীকে কেন বৈকুণ্ঠে নিয়ে এসেছ!

লক্ষ্মী। বাঃ রে! শুনলে না—ইনি যে আমাদের আর একটী বোন! এখানে থাকবেন!

সরস্বতী। তুমি চুপ্ কর লক্ষ্মী, নারায়ণের মুখে হ'তে আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শুন্‌তে চাই! বল প্রভু, কেন এসেছে গঙ্গা!

বিষ্ণু। আসবেন না! ইনি যে আমার আত্মার প্রতিরূপ!

সরস্বতী। তোমার আত্মার প্রতিরূপ!

নারায়ণ। শোন দেবি, বলছি,...ভগবান ব্যোমকেশের কণ্ঠ নিঃসৃত অপূর্ব্ব প্রণবনাদ ঝঙ্কার শুনে আমার অন্তর দ্রবীভূত হয়ে যায়! আমার সেই দ্রবীভূত অন্তরধারা হ'তেই এই সুকন্যাণী গঙ্গাদেবী

মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছেন। এঁর তুল্যা পবিত্রা—এঁর তুল্যা সুমধুরা—

সরস্বতী। নারায়ণ, তুমি বাকপটু! মিথ্যা স্তোকবাক্যে শ্রোতাকে ভোলাতে তুমি অদ্বিতীয়; তা বলে বাগ্দেবী সরস্বতীকে প্রতারণা করতে চেয়ো না!

নারায়ণ। প্রতারণা!

লক্ষ্মী। ছিঃ ছিঃ তুমি চুপ্ কর সরস্বতী!

সরস্বতী। কেন চুপ্ করব, কিসের ভয় করি আমি যে চুপ্ করব! এই দীর্ঘকাল আমরা নারায়ণ বিরহে কাতর হয়ে—কোথায় নারায়ণ—কোথায় নারায়ণ বলে কেঁদে পাগল হ'লাম···আর তিনি কিনা এক রূপসী তরুণীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে এতকাল তাকে নিয়ে পরমানন্দে বিহার করে এলেন। আর আজ বৈকুণ্ঠে ফিরে বলছেন 'ইনি আমার আত্মার প্রতিরূপ!' নারায়ণ, তোমায় স্পষ্ট বলছি—যদি লক্ষ্মী সরস্বতীকে চাও · তা হলে তোমার ঐ নব-প্রেমিকাকে এখনি বৈকুণ্ঠ হতে দূর করে দাও!—

লক্ষ্মী
নারায়ণ } সরস্বতী—সরস্বতী—

গঙ্গা। বাগ্দেবী, আপনি ক্রুদ্ধা হবেন না। নারায়ণ-হৃদয় চিরকাল লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রেমেই পূর্ণ থাক, তাতে আমার বিন্দুমাত্র ঈর্ষা নাই। আমার স্থান প্রভুর ঐ রাতুল চরণ যুগলে। আপনাদের কাছে সকাতরে মিনতি কচ্ছি দেবি, আপনারা প্রভুর হৃদয় অধিকার করুন···আমাকে শুধু দুটি চরণ সেবার অধিকার দিন!

সরস্বতী। হুঁ—রাতুল চরণে! আজ চরণ ধরে থাকতে চাইছ—তারপর চরণ ছেড়ে মস্তকে উঠবে!

গঙ্গা। ছিঃ ছিঃ—একি বলছেন আপনি?

নারায়ণ। সরস্বতী—সরস্বতী—

সরস্বতী। আমি কোন কথা শুনতে চাই না, শুধু শেষবার জিজ্ঞাসা কচ্ছি তোমায় নারায়ণ,…তুমি এই গঙ্গাকে ত্যাগ করবে কি না?

নারায়ণ। কেমন করে ত্যাগ করি সরস্বতী! ইনি যে আমার হৃদয়-স্বরূপা, এঁকে ত্যাগ করলে আমি যে হৃদয়হীন পাষাণ হয়ে যাবো! পাষাণ বিগ্রহ নিয়ে কি করবে সরস্বতী? আমায় বলো না—গঙ্গাকে ত্যাগ করতে বোলো না—সে আমি পারব না।

সরস্বতী। তুমি যদি এঁকে ত্যাগ করতে না পার তা হলে আমিই এঁকে অভিসম্পাত দিচ্ছি। আমার অভিসম্পাতে ঐ তোমার প্রাণ-প্রিয়া গঙ্গাকে নদীরূপ ধারণ করে বৈকুণ্ঠ ভ্রষ্ট হতে হবে—বৈকুণ্ঠ ভ্রষ্ট হতে হবে— [প্রস্থান

লক্ষ্মী। সরস্বতী…সরস্বতী— [প্রস্থান

গঙ্গা। ওঃ ভগবান—ভগবান—

নারায়ণ। গঙ্গা…গঙ্গা, তুমি কাঁদছ গঙ্গা !

গঙ্গা। ভগবন্, আমি তো আপনার হৃদয়েশ্বরী হয়ে থাকতে কোন কালেই চাই নি প্রভু,—এই বৈকুণ্ঠ পুরের ঐশ্বর্য্য সম্পদ কিছুই কামনা করি নি। চেয়েছিলুম শুধু আপনার চরণ-পঙ্কজে লীন হয়ে থাকতে। আমি কি এমন পাতক করেছি যে আমার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্যটুকুও সইল না। সরস্বতী শাপে আমায় নেমে যেতে হবে—আপনার পাদপদ্ম ছেড়ে কোথায় কোন দূর জনপদে প্রভু!—

নারায়ণ। গঙ্গা—

গঙ্গা। না—না—শ্রীহরির বিরহ আমি সহ্য করতে পারব না…কিছুতেই না! রূঢ়-ভাষিণী সরস্বতী আজ আমার হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়েছে…আমায় পিশাচী করে তুলেছে। আমায় যেমন সে অভিশাপ দিল—আমিও বিনিময়ে তেমনি তাকে প্রতি অভিসম্পাত দান করলুম—তাকেও আমার মত নদীরূপ ধরে বৈকুণ্ঠ ভ্রষ্ট হ'তে হবে…শ্রীহরির বিরহ সহ্য করতে হবে।—

নারায়ণ। গঙ্গা,—এ তুমি কি করলে! কোপন-স্বভাবা বলে সরস্বতী ভুবন বিদিতা, কিন্তু তুমি যে চির ক্ষমাশীলা…তুমি তাকে অভিসম্পাত দিলে!

গঙ্গা। তাই ত…এ আমি কি করলুম! ক্ষণিকের ক্রোধে আত্মহারা হয়ে একি কথা উচ্চারণ করলুম! ভগবান্, রক্ষা কর—রক্ষা কর!—

নারায়ণ। তিন ভার্য্যা, তিন গৃহ, তিন ভৃত্য ও তিন বান্ধব সর্ব্বত্রই অশুভ প্রদ ও বেদ বিরুদ্ধ। এ জেনেও লক্ষ্মী সরস্বতী বর্ত্তমানে আমি তোমায় বৈকুণ্ঠে এনেছিলুম…তাই এ অনর্থ সূচনা হল গঙ্গা!—

গঙ্গা। প্রভু!

নারায়ণ। তুমি এবং সরস্বতী উভয়েই ক্রোধ পরবশ হয়ে মহা অপরাধ করেছ। তোমাদের পরস্পরের কলহের শাস্তি স্বরূপ তোমাদের উভয়কে বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করতে হবে!—

গঙ্গা। প্রভু! প্রভু!—

নারায়ণ। কিন্তু যে হেতু তোমরা উভয়ে আমার প্রাণপ্রিয়া ছিলে, সেজন্য বৈকুণ্ঠ ভ্রষ্টা হলেও আমি তোমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের ন্যায়ই

মনোরম ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতির নির্দ্দেশ করব। তুমি কৈলাসে দিগম্বর ভোলানাথের নিকট স্বমূর্ত্তিতে অবস্থান করগে এবং সরস্বতী শাপে অংশরূপে নদীরূপ ধারণ করে স্বর্গ, মর্ত্ত্য কিম্বা অন্যত্র অবতীর্ণ হও। সরস্বতীও বৈকুণ্ঠ-ভ্রষ্টা হয়ে আজ হতে ব্রহ্মলোকে পিতামহ ব্রহ্মার নিকট অবস্থান করবেন এবং তোমার শাপে এক অংশে সরস্বতী নদীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবেন। তোমাদের মধ্যে শুধু লক্ষ্মীই সপত্নী-বিদ্বেষ ভুলে উভয়ের কলহ ভঞ্জনের চেষ্টা করেছেন। সুতরাং আজ হতে একমাত্র লক্ষ্মী দেবীই নারায়ণ-প্রিয়ারূপে এই বৈকুণ্ঠ লোকে অবস্থান করবেন।

গঙ্গা। প্রভু…প্রভু! অপরাধিনী গঙ্গার প্রতি তুমি বিমুখ হয়োনা প্রভু! কৃত অপরাধের জন্য বৈকুণ্ঠ চ্যুতা হতে হয় যদি তাতেও আমি কাঁদব না; শুধু তুমি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর…যার বশবর্ত্তী হয়ে আমি আজ সরস্বতীকে অভিসম্পাত দিলুম—সেই ক্রোধরূপ চণ্ডাল যেন কখন আমায় আশ্রয় না করে!

নারায়ণ। তাই হবে দেবি! আজ হতে তুমি চির ক্ষমাশীলা হবে!

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

গঙ্গা। ওকি, চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করে ও কি সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি উঠছে ভগবান?

নারা। অযোধ্যাপতি ভগীরথ আসছেন তোমায় বরণ করতে।

গঙ্গা। অযোধ্যাপতি ভগীরথ!

নারা। হাঁ, তোমারই জন্যে তিনি কঠোর তপস্যা করেছেন। তপস্যা শেষে ওই…ওই দেখ, সেই মহাযোগী দেব-দুর্ল্লভ বৈকুণ্ঠলোকে আগমন কর্চ্ছেন—

(ভগীরথের প্রবেশ)

ভগী। জয় বিভু নারায়ণ, জয় গঙ্গা পতিত পাবনী,
সার্থক জীবন মোর, গঙ্গা-বিষ্ণু একসঙ্গে করিনু দর্শন।
মাতা, মাতা, দাস তব ভগীরথ দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
এস নেমে মর্ত্ত্য ভূমে আমার সহিত।

গঙ্গা। ভগীরথ, কেন মোরে চাহ তুমি মর্ত্ত্যে লয়ে যেতে ?

ভগী। কপিলের অভিশাপে ইক্ষাকু গৌরব রবি
সগরের পুত্রগণ ভস্মস্তুপে হল পরিণত।
সেই বংশে জন্ম লভি করিনু শ্রবণ ঃ
তব পুণ্য বারিস্পর্শে পূর্ব্ব পিতৃগণ মোর
পুনরায় হবেন জীবিত।
তাই মাতা, শ্রী আনন্দ উপদেশে
দুঃসহ কঠোর ব্রত করি আচরণ,
যোগ বলে পার হয়ে ক্ষিতি ব্যোম গ্রহ তারাচয়
মুণীন্দ্র-বাঞ্ছিত-ধাম গোলোকে এসেছি,
লভিয়াছি ভাগ্যবলে তব দরশন।
চল চল ত্বরা পতিত পাবনী, অভিশপ্ত মর্ত্ত্যলোকে
সুপবিত্র করিবে ও চরণ পরশে,
উদ্ধারিবে শাপগ্রস্থ পিতৃগণে মোর।

গঙ্গা। মর্ত্ত্যলোকে যেতে হবে মোরে !

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। না-না কভু নয়, রোগ শোক পাপের আগার
মর্ত্ত্যভূমি নহে মাতা, যোগ্য স্থান তব।

বৈকুণ্ঠ ত্যজিবে যদি নদীরূপ ধরি—
এসো মাতা, মোর সনে অমর আলয়ে ;
ত্রিংশকোটী দেবদেবী তব প্রতীক্ষায়
প্রতিপল করিছে গণনা ; এসো মাতা সুখ স্বর্গ ভূমে !—

গঙ্গা। সুখ স্বর্গ ! একদিকে সুখস্বর্গ লোক···
অন্যদিকে দুঃখপূর্ণ তাপিতা মেদিনী ;
কোন দিকে যাবো তবে ?

ভগী। মাতা, মাতা, নির্য্যাতিতা ধরার ক্রন্দন
শোনো না কি কর্ণে সুরধুনী ?
তাপ ক্লিষ্ট নরনারী...তৃষাতুর চাতকের প্রায়
তব পুণ্য বারি হেতু কণ্ঠাগত প্রাণে
ঐ শোনো ঐ শোনো কাঁদে হাহাকারে।
প্রাণ স্বরূপিনী তুমি অমৃত বাহিনী
পদতলে মৃত্যুভীত জীব—
কহ মাতা, জীব লোকে দিবেনা জীবন !
মা, মা,—পতিত পাবনী গঙ্গা !—

গঙ্গা। পতিত পাবনী গঙ্গা ! পতিত পাবনী !
সেই নারায়ণ অংশে মম আবির্ভাব—
ধরার কল্যাণহেতু প্রলয় পয়োধি জলে,
মীন রূপে পৃষ্ঠ দেশে
বরাহের দশন শিখরে
যুগে যুগে অবতরি যুগে যুগে পাপ মগ্ন ধরণী ধারণ !
সেই নারায়ণ অংশে যদ্যপি জনম
কি কারণ অন্তরে সংশয় ?

এসো এসো ভগীরথ তুমি,
স্বর্গ বাস হতে মোর বাঞ্ছনীয়
দুঃখ পূর্ণ ধরার আগার !—

ইন্দ্র। মাতা—মাতা, যাবে যদি মর্ত্ত্যলোকে
ভেবে দেখ মনে, তব পূণ্য বারি স্পর্শে
লক্ষ কোটী মর জীব উদ্ধার হইবে ;
কিন্তু মাতা, সহস্র কোটীর পাপ নিজ বক্ষে সঞ্চিত করিয়া
তুমি মাতা, পুনর্ব্বার কি উপায়ে শাপ মুক্ত হবে ?

গঙ্গা। ভাবিনা আপনা হেতু !
জীব উদ্ধারণ ব্রত করিয়া ধারণ,
কল কল নাদে আমি ধরণীর দেশে দেশে হব প্রবাহিতা।
বিষ্ণু মন্ত্র গুণগান...পুণ্য হরি কথা
প্রতি উর্ম্মিমুখে মোর রাত্রিদিন উঠিবে ঝঙ্কারি।
সেই গান শুনিতে শুনিতে···সেই গান গাহিতে গাহিতে
মম জলে স্নান করি তরিবে পাতকী ;
তাহাদের যত পাপ ধৌত হয়ে আসে যদি আমার সলিলে
নিজবক্ষে ধরিব সে পাতকের গ্লানি,
তবু আমি হে বাসব, সুরধুনী পতিত পাবনী !

বিষ্ণু। ধন্য ধন্য গঙ্গা, ধন্য তব আত্মত্যাগ ধরণী লাগিয়া।
আশীর্ব্বাদ করি দেবি, পাপীর পাতক স্পর্শে
তব বারি পাপ পূর্ণ হবে না কখন।
সহস্র পাপীর পাপে যত ভার হবে,
শুধু মাত্র একজন বিষ্ণু ভক্ত যদি
স্নান করে তোমার সলিলে—

সহস্রের পাপ সেই এক ভক্তে খণ্ডন করিবে!
যাও স্থরধুনী তুমি কলোল্লাসে মর্ত্ত্যভূমি পানে,
ভগীরথ সাধনায় অবতরি তথা—
ভাগীরথী নামে দেবি, হও প্রবাহিতা।

গঙ্গা। নারায়ণ—নারায়ণ (প্রণাম)

নারা। নারায়ণী শঙ্খ লহ হে ভক্ত আমার,
শঙ্খনাদে ভাগীরথী কর আবাহন!

(ভগীরথকে শঙ্খদান)

ভগীরথ। এসো মাতা, মর্ত্ত্যে তবে বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া।

[শঙ্খধ্বনি করিয়া গঙ্গাসহ ভগীরথের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মর্ত্ত্যলোক…পথ

গজবর ছুই কাঁধে পূর্ণ ঝুলি লইয়া গান গাহিতেছিল। নাগরিকেরা ভিক্ষা দিয়া যাইতেছিল।

গীত

দিকে দিকে হাহাকার
পুড়ে গেছে ঘর বাড়ী
এ ঝুলিতে চাল দাও
এঝুলিতে তরকারী।
বাণ ডেকে ঘাট বাট সব ভেসে যায় গো—
ছেলে বুড়ো কাঁদে বসে গাছের ডগায় গো!
মহাশয় দাতাগণ, চলে এসো তাড়াতাড়ি
এঝুলিতে চাল দাও
এঝুলিতে তরকারী॥

[শ্রীচরণের প্রবেশ

শ্রীচরণ। একি! গজবর দাদা না? বলি গজবর দাদা!

গজ। আরে শ্রীচরণ যে, এসো—এসো ভায়া, একি হাল হয়েছে! শুকিয়ে যে একেবারে বৃষ কাঠ হয়ে গেছ! খেতে পাওনা নাকি?

শ্রীচরণ। আর বল কেন দাদা, সে দুঃখের কথা! মলয় পর্ব্বতে এখন মহারাজ দিগ্গজের দারুণ অত্যাচার! লোক মুখে শুনি, দম্ভাসুর নাকি অলক্ষ্য হতে মহারাজের কাঁধে চেপে বসেছে। মহারাজকে দিয়ে যা খুসী তাই করাচ্ছে। শালা দম্ভাসুরের অত্যাচারে মলয় পর্ব্বতের সব শ্রী নষ্ট হয়ে গেছে—না খেতে পেয়ে মলুম ভাই, তাই দুটী অন্নের চেষ্টায় মর্ত্ত্যলোকে এই ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু এদেশের চেহারাও তো তেমন সুবিধে মনে হচ্ছে না।

গজ। সুবিধে তো নয়ই, রাজা ভগীরথ গঙ্গা আনতে গেছে…ওদিকে দম্ভাসুর শালা এদেশকেও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছে!

শ্রীচরণ। হুঁ—কিন্তু তোমার চেহারা তো বেশ নাদুস নুদুস হয়ে উঠেছে! তা এমন দেহটী বাগালে কি করে দাদা! বলি, আজ কাল কি কর্ম্মটী করা হয় দাদা?

গজ। দেশ ব্যাপী দুর্ভিক্ষের জন্য ভিক্ষে করা হয় দাদা।

শ্রীচরণ। তাতো দেখ্ছি—কিন্তু তোমার চলে কি করে!

গজ। এঃ—এটা একেবারে গাধা! কোন বুদ্ধি নেই, আরে হতভাগা! ঐ দুর্ভিক্ষের ভিক্ষে করেই আমার দিন চলে যায়। দুর্ভিক্ষ মহামারী লেগে আছে বলেই তো আমরা এই ভাগ্যবানেরা সশরীরে বেঁচে আছি। দেখেছিস্ না? (ঝুলি দেখাইল)

শ্রীচরণ। ও হরি—তোমার ঝুলি যে একেবারে চাল ডালে ভর্ত্তি! তা ফন্দী মন্দ করনি! কিন্তু এরাও তো খেতে পায় না, তবু এত ভিক্ষা দেয়!

গজ। আরে ভাই, এটাই ভারতবর্ষের মজা! ওরা নিজেরা খেতে পায় না—কিন্তু ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে কেউ দাঁড়ালে ক্ষুদ কুড়ো··· এমন কি পরণের নেংটীখানা পর্য্যন্ত খুলে দিতে দোয়ামনা করে না।

শ্রীচরণ। অ্যাঁ · বলকি?

গজ। চুপ্—চুপ্···

গীত

দিকে দিকে হাহাকার
পুড়ে গেছে ঘর বাড়ী (ইত্যাদি)

(জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ)

ব্যক্তি। ছেলেগুলো উপবাসী অনেক কষ্টে এই এক সের চাল ধার করে এনেছি; নাঃ থাক গে, একদিন উপোসে মানুষ মরে না। আহা, হয় তো কতজন মাসাবধি উপবাসে—

[চাল ঢালিয়া দিয়া প্রস্থান

(জনৈক কুষ্ঠগ্রস্থের প্রবেশ)

কুষ্ঠী। কর্ল'কি লোকটা! ওকে ভিক্ষে দিয়ে গেল! ও শালা জোচ্চোর!

গজ। খবর্দ্দার—মিথ্যেবাদী—

কুষ্ঠী। মিথ্যেবাদী কি হে! আমি ঐ গাছতলায় বসে তোমার সব কথা শুনেছি। দুর্ভিক্ষের নামে ভিক্ষে করে—তুমি নিজের পেট ভরাও...যথা ধর্ম্ম বল—তাই কিনা—

গজ। যথা ধর্ম্মই বলছি—এ চাল ডাল দুর্ভিক্ষ-পীড়িতকেই দেই।

কুষ্ঠী। কোন দুর্ভিক্ষ পীড়িত! তুমি আগুণ লেগেছে...হাহাকার লেগেছে বলে ভিক্ষে কর—কিন্তু কোথায় কাকে সাহায্য করেছ বলতো!

গজ। আগুণ? আগুণ এই আত্মা-রাম-চন্দ্রের উদরে। হাহাকার এই এই তাঁর বুকে·· আর মহামারী...মাগ পুত্তুর পুষতে না পেরে গিন্নীর ঝাঁ্যাটার দয়ায় মহামারী তাঁর এই পিঠে পিঠে···প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি প্রাতে! মিথ্যে কথার ধার ধারি না চাঁদ, আমি এঁরই নামে ভিক্ষে করি এবং একেই প্রতিপালন করে থাকি, চলে এসো শ্রীচরণ—

"দিকে দিকে হাহাকার পুড়ে গেছে ঘর বাড়ী" ইত্যাদি।

[গাহিতে গাহিতে প্রস্থান; পশ্চাতে কুষ্ঠীর প্রস্থান।

(অপর দিকে হইতে বীরভদ্র ও নাগাদিত্যের প্রবেশ)

বীর। দিকে দিকে এই হাহাকার···দিকে দিকে ব্যথিতের এই আর্ত্তনাদ···এ আমরা আর সহ্য করতে পারিনা নাগাদিত্য! কতদিনে সম্রাট ফিরে এসে এ অত্যাচার হ'তে পৃথিবীকে মুক্তি দেবেন ভাই!

নাগ। তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করে যে দিন তিনি দেবী সুরধুনীকে পৃথিবীতে আন্‌তে পারবেন সেই দিনই পৃথিবীর সর্ব্ব দুঃখ নাশ হবে। মলয় প্রদেশ হ'তে গঙ্গা নারায়ণের সেবক শ্রী ও

আনন্দকে সঙ্গে করে তিনি সাধনার পথে অগ্রসর হয়েছেন। দুরারোহ গিরি শৃঙ্গে বসে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেছেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে অগ্নিকুণ্ড সম্মুখে, ভীষণ শীতে আকণ্ঠ হিমানী স্তুপে নিমজ্জিত হয়ে সেকি দুর্ব্বার তপস্যা! কত মাস বর্ষ অতীত হয়ে গেল···অনাহারে অনিদ্রায় কভু উর্দ্ধ বাহু···কভু উর্দ্ধ পদ... সেই ভীষণ তপস্যা দেখে দেব লোক, ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত বিস্ময়-স্তম্ভিত হয়ে গেছে। এ সাধনা বিফল হবার নয় বীরভদ্র,—শীঘ্রই ধরণীর দুঃখ বেদনা দূর হবে!

বীর। কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত সেই অত্যাচারীর কবলে—

নাগ। দম্ভাসুরের কথা বলছ! কি করব! মহারাজের অনুপস্থিতিতে তার অত্যাচার দমন করে রাখবার জন্যে আমি মলয় প্রদেশ হ'তে ফিরে এলাম! কিন্তু মায়াধর দৈত্য বিপুলা পৃথিবীর চতুর্দিকে অদৃশ্য ভাবে বিচরণ কর্চ্ছে! শুনতে পাই, সে বর্ত্তমানে গজের আকার ধারণ করেছে। কিছুতেই তাকে ধরতে পার্চ্ছিনা ভাই! কোন মতেই তার শাস্তি বিধান করতে পার্চ্ছিনা!

বীর। শুধু দানবের অত্যাচার নয় নাগাদিত্য! সম্রাট মলয় প্রদেশে গমনের পর হ'তে কেন জানিনা দেবরাজ বাসবও পৃথিবীর প্রতি বিমুখ হয়েছেন! অনাবৃষ্টির ফলে—শ্যামায়িত শস্য ক্ষেত্র-গুলি মরুভূমিতে রূপান্তরিত হ'ল।

নাগ। জানি বীর ভদ্র, বাসবের এ আক্রোশের হেতুও আমার অজানা নয়! কি করব—যত দিন মহারাজ ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন

না করেন—ততদিন সব অত্যাচার আমাদের সইতেই হবে !

(নেপথ্যে—রক্ষা কর...রক্ষা কর)

বীর। ঐ—ঐ আবার শোন আর্ত্তনাদ ! একি দম্ভাসুর ! না সেই মদমত্ত দিগ্গজ ! কিম্বা দম্ভাসুরই দিগ্গজরূপে প্রাণী বধ কর্চ্ছে !

নাগ। সম্মুখে, পশ্চাতে, উর্দ্ধে, নিম্নে...চতুর্দ্দিকে কেবলই আর্ত্তনাদ ! বীরভদ্র ! অস্ত্র নিয়ে দানবের সম্মুখে অগ্রসর হও। গঙ্গাবতরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, যে করে হোক, মুমূর্ষ পৃথিবীকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে—বাঁচিয়ে রাখতে হবে !

[উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

[বৈকুণ্ঠের প্রান্তভাগ, কৃষ্ণার প্রবেশ ও গীত]

গীত

নেমে এস, নেমে এস, নেমে এস সুরধুনী।
সুর নর মুনি বন্দিতা, ও মা নিখিল জন জননী।
বিনিদ্র নিশা যাপিছে ধরণী তব আগমন চাহি,
মুমূর্ষু তারে কোলে তুলে নাও অমৃত মন্ত্র দানি॥

[গীতান্তে প্রস্থান ; একটু পরে শঙ্খধ্বনি করিয়া ভগীরথের প্রবেশ ও স্তোত্র পাঠ]

গঙ্গাধ্যান

সুরূপাং চারুনেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুত সম প্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমাণাঞ্চ শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতম্।

সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্।
সুধাপ্লাবিত ভূপৃষ্ঠমার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্।
ত্রৈলোক্য নমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্॥

(গঙ্গার প্রবেশ)

ভগী। সদ্যঃ পাতক সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ বিনাশিনী
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ !!

গঙ্গা। ভগীরথ—

ভগী। মাতা:!

গঙ্গা। আসিলাম বৈকুণ্ঠের সীমান্ত প্রদেশে
হেথা হ'তে মর্ত্ত্যলোকে—
বিগলিত স্রোত ধারে হব প্রবাহিতা !
দুর্ব্বার আমার বেগ সাধ্য নাই মন্দীভূত করি !
সহিবে কি বসুন্ধরা সে দুরন্ত তরঙ্গ চাপন ?

ভগী। অবশ্য সহিবে মাতা।
সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা ভীত নহে তরঙ্গ গর্জ্জনে ;
নামুক আবর্ত্ত তব গিরি শৃঙ্গ হতে।

গঙ্গা। যথা ইচ্ছা তব ভগীরথ।
গঙ্গাধারা অবিলম্বে হবে নিম্নমুখী।

(গঙ্গার অন্তর্দ্ধান…নাগাদিত্যের স্কন্ধে
ভর করিয়া পৃথিবীর প্রবেশ)

পৃথিবী। ভগীরথ—ভগীরথ,—

ভগী। একি ! ধরিত্রী জননী !

সর্ব্ব অঙ্গে রুধির নিস্রাব !
কি হয়েছে মাতা !

পৃথিবী। বড় জ্বালা · বড় জ্বালা ভগীরথ,
আর বুঝি বাঁচে না পৃথিবী !
শুষ্ক কণ্ঠে পিপাসায় মৃত্যু হল বুঝি ! (মূর্চ্ছা)

ভগী। মাতা…মাতা, অভাগিণী মা জননী মোর !
কোথা তুমি সুরধুনী পতিতপাবনী ?
বিলম্ব কি হেতু আর ধরা আগমনে ?
শীঘ্রগতি নেমে এসো ধরণীর বুকে—
জুড়াও তাপিত হিয়া অমৃত সিঞ্চনে।

নাগ। না—না—ক্ষণেক আবদ্ধ থাক্ প্রবাহ গঙ্গার।
করিওনা—করিওনা তারে আকর্ষণ !

ভগী। নাগাদিত্য !

নাগ। গঙ্গা আগমন হেতু—
অধিকার লোপ আশঙ্কায়
ক্ষীপ্ত আজি পাপ দম্ভাসুর ;
নির্ম্মম পেষণে তার জর জর ধরণীর দেহ।
সাধ্য নাই…সাধ্য নাই ধরণীর
সহিবারে ভীম রূপা গঙ্গার প্রবাহ !
তরঙ্গ চাপনে ঘোর—
নিশ্চিত হারাবে প্রাণ দুর্ব্বলা মেদিনী !

ভগী। অ্যাঁ ! তরঙ্গ চাপনে মাতা হারাবে জীবন !

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। শুধু বসুন্ধরা নহে…

জ্ঞানহীন অন্ধদৃষ্টি ওগো ভগীরথ,
ভীমরূপা কলস্বনা গঙ্গার প্রবাহ
মন্দীভূত নাহি হয় যদি...
বিশ্ব সৃষ্টি ধ্বংস হবে প্রলয় প্লাবনে।

ভগী ওকি ভয়ঙ্কর রব আকাশ মণ্ডলে !

ইন্দ্র। তরঙ্গ গর্জ্জন ! শ্রীহরি-চরণ-চ্যুতা
নদীরূপা গঙ্গা ওই করিছে গর্জ্জন !
ধায় স্রোত বহু ঊর্দ্ধ গোলোক হইতে ;
সাধ্য নাই ধরে কেহ দুর্ব্বার প্রবাহ !
অই...অই হের ভগীরথ,
কাল সিন্ধুজলে ওই কম্পমান গ্রহ উপগ্রহ—
মহা ভয়ে বুঝি ওই মগ্ন হয়ে গেল !
কি করিলে...কি করিলে রে অবোধ,—
সৃষ্টি ধ্বংস হ'ল অবশেষে !

সৃষ্টি ধ্বংস হবে মম হ'তে !
হায়—হায়, ক্ষীণ শক্তি দুর্ব্বল মানব—
কি কারণে করিলাম মহাশক্তি গঙ্গার পূজণ !
অই...অই নামে প্রলয় প্রবাহ !
না...না...দিব না—দিব না আমি সৃষ্টিধ্বংস হ'তে !
তার পূর্ব্বে...গঙ্গা রোষে ডালি দিব
আপন জীবন—

(যাইতেছিল ইন্দ্র ও নাগাদিত্য তাহাকে বাধা দিল)

ইন্দ্র। ভগীরথ

নাগা। ভগীরথ, ভগীরথ !
জলস্রোত তৃণসম ভাসাবে তোমারে !
কে আছ···কে আছ কোথা শক্তির আকর···
রক্ষা কর···রক্ষা কর প্রভু,—

(মহাদেবের আবির্ভাব)

মহা। ভয় নাই···ভয় নাই··· আমি নিজে—
আর্ত্তবিশ্বে করিব রক্ষণ !

ভগী। এ কি...দেবদেব মহেশ্বর !

মহা। কলস্বনা ধাবমানা গঙ্গার প্রবাহ
মস্তকে ধারণ করি—স্রোত বেগ
মন্দীভূত করিব নিশ্চয় !
শীঘ্র কহ, শিরে ধরি গঙ্গাস্রোতে
কোন দিকে ফিরাইব গতি ?—

ভগী। ত্রিজটা বাহিয়া তব নামুক ত্রিধারা ;
এক ধারা মন্দাকিনী···
স্বর্গে যাক্ দেবেন্দ্র সংহতি ;
অন্যধারা ভোগবতী—
পাতালে লইয়া যাক নাগ যুবরাজ ;
দাস ভগীরথে দাও—
পৃথ্বী তরে ভাগীরথী তৃতীয় ধারায়।

নেপথ্যে গঙ্গা। ধায়···ধায় গঙ্গাস্রোত ওই দুর্ব্বার ধারায়···
কে ধরিবে···শীঘ্র গতি ধর গঙ্গা ভার !

মহা। এসো এসো গঙ্গা ত্রিলোক পাবনী···
এসো তুমি চন্দ্রমৌলী শিবের জটায় !

(গঙ্গাধারার সবেগে পতন এবং ত্রিজটা বাহিয়া তিনদিকে গমন)

ভগী। জয় জয় গঙ্গাধর,—গঙ্গাবেগ করিলে ধারণ !
জয় চন্দ্র মৌলী শিব,—
সম্ভব করিলে তুমি গঙ্গাবতরণ ॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(মলয় প্রদেশের পার্ব্বত্য উপত্যকা)

(গজবর ও শ্রীচরণের প্রবেশ)

গজ। কথা শোন্ শ্রীচরণ, আমার মন জুগিয়ে চল, তোর আর ভাত কাপড়ের ভাবনা থাকবে না। বুঝলি? আমি তোকে আমার চেলা করে নেব!

শ্রীচরণ। চেলা হয়ে কি করতে হবে?

গজ। শোন্, অভাব দূর করবার জন্যে জগতে দুটো মহৎ কলাবিদ্যা আছে—এক হল চুরী···আর দুই হল ধাপ্পাবাজী। খুব প্রতিভাবান না হলে অবিশ্যি চুরী কলাবিদ্যাতে ধরা পড়ে, পাহাড়াওলার রাম ঠ্যালার ভয় আছে। কিন্তু ধাপ্পা কলা-বিদ্যের সে ভাবনা নেই। এই যেমন আমি এই সোহংস্বামী! নামাবলী গায় দিয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করে 'ভিক্ষোয়াম দেহি' বলে ভারতবর্ষে উপস্থিত হবি; দেখবি, দুদিনে চাল ডালে একেবারে গোলাকে গোলা ভর্ত্তি হয়ে যাবে।

শ্রীচরণ। বলি, এটাই কি তোমার সদ্গুরুর উপদেশ হল হে! ভগবানের নাম নিয়ে ধাপ্পাবাজী করে ভিক্ষে নিয়ে শেষে কিনা নিজের উদর পূর্ত্তি!

গজ। বেদে বলেছে—আত্মাই ভগবান—সুতরাং ভগবানের নাম নিয়ে

যা ভিক্ষে করবি, তা আত্মারূপী ভগবানকেই দিবি। এ ছাড়া এই দুর্ভিক্ষের দিনে—নান্য পন্থা বিদ্যতে বেচে থাকনায়—

(কুষ্ঠীর সুস্থদেহে প্রবেশ)

কুষ্ঠী। আহা, বেঁচে গেলাম—বেঁচে গেলাম এই মলয় প্রদেশে এসে!—জয় মা সুরধুনী···জয় মা সুরধুনী—

গজ। আরেরে ছুঁস্‌নে...ছুঁস্‌নে ব্যাটা গলদ্‌কুষ্ঠী—

কুষ্ঠী। কুষ্ঠ! কোথায় আমার কুষ্ঠ?

গজ। অ্যাঁ, তাইত! আরে, তোর এ কি হল! সারা গা কুষ্ঠে গলে পড়ছিল—হঠাৎ তা সেরে গিয়ে এমন দিব্যি চেহারা কি করে হল রে!

কুষ্ঠী। আজ এই চন্দ্রগ্রহণের রাতে গঙ্গাস্নান করে ভায়া,—গঙ্গাস্নান করে—

গজ
শ্রীচরণ } গঙ্গাস্নান!

কুষ্ঠী। হ্যাঁ হে ভায়া, ভগীরথ তপস্যা করে মা গঙ্গাকে বৈকুণ্ঠ হতে নামিয়ে এনেছেন। সেই পতিত পাবনী মা সুরধুনীর জলস্পর্শেই আমার সব যাতনা জুড়িয়ে গেছে!

গজ। বল কি! কৈ সে গঙ্গাজল কোথায়!

কুষ্ঠী। এখনও এধারে আসেন নি! ঐ মলয় পর্ব্বতে জলধারা আটকে গেছে,—ভগীরথ মায়ের সমতল ভূমিতে আগমনের পথ খুঁজছেন। আমিও যাই, দেখি, মায়ের আসবার পথ পাই কিনা! [প্রস্থান

গজ। শুনলি শ্রীচরণ, গঙ্গাজলের মহিমায় কুষ্ঠীর দারুণ কুষ্ঠ পর্য্যন্ত

দূর হয়ে গেল! আয় আয় যাই···সেই পতিত পাবনী যদি সত্যই এসে থাকেন···তবে এবার আর পাপী তাপীর ভয় কি? কেন আর মিছে ভিক্ষের ঝুলি বয়ে মরি? সেই জলে এই ভিক্ষের ঝুলি ভাসিয়ে দিয়ে···আয়, আমরা স্নান করি, আমাদের ভব যাতনা দূর করি! জয় মা সুরধুনী...জয় মা সুরধুনী।

[উভয়ের প্রস্থান

(নারদ ও দিগ্বজের প্রবেশ)

দিগ্বজ। ঠাকুর,—একি অবাক কাণ্ড! গঙ্গাজল আসবার সঙ্গে সঙ্গে আবার এদেশ ফল-ফুলে চারিদিক ছেয়ে গেল! দেশের লোকের আনন্দের আর শেষ নাই; তাদের মুখে আর হাসি ধরে না!

নারদ। কিন্তু এ হাসির আড়ালে যে কান্না রয়ে গেছে···সে কি ভুলে গেছ মলয় রাজ!

দিগ্বজ। আরে, রাখো তোমার কান্না! তুমি ভাব্ছো, বিষ্ণু আমার মলয় দেশ কেড়ে নেবে! সেটী হচ্ছে না...এই আমার হাতে গদা থাকতে সেটী হচ্ছে না—হেঁ—

নারদ। চুপ্—কে যেন আসছে—আড়ালে চলে এস!

দিগ্বজ। এ যে একটী অচেনা মেয়ে মানুষ!

(উভয়ের অন্তরালে গমন)

কৃষ্ণার প্রবেশ ও গীত

পথ-হারা নদী কাঁদে।
তারে বাধিল কে শিলা-বাঁধে!
দীঘল পথের বাঁকে
অসীম নীলিমা ডাকে

শ্যামল বনানী
দেয় হাতছানি
মর্ম্মর তান জাগে॥
সে যে সাগরে মিলাতে চায়
পথ নাহি হায় হায়
যত ব্যথা পায় পাষাণ-শিলায়
তত কল কল জাগে॥

[প্রস্থান

(নারদ ও দিগ্বজের পুনঃ প্রবেশ)

দিগ্বজ। ও কে ঠাকুর ?

নারদ। ওর নাম কৃষ্ণা…ও গঙ্গার সেবিকা।

দিগ্বজ। গান গেয়ে ও কোথায় চলল ? আরে, বা বা বাঃ, দেখ ঠাকুর, কী সুন্দর একটি মেয়ে ছেলে !

নারদ। ঐ গঙ্গা—

দিগ্বজ। অ্যাঁ, গঙ্গা ! এত সুন্দরী !

নারদ। তুমি ঐ গঙ্গাকে ভগীরথের নিকট প্রার্থনা কর মলয় রাজ !

দিগ্বজ। কিন্তু এমন রত্ন…সে কি প্রার্থনায় কেউ ছেড়ে দেয় !

নারদ। ধর্ম্মতঃ সে দিতে বাধ্য ; মনে নাই, শ্রী ও আনন্দকে গ্রহণ করবার সময় ভগীরথ কি সর্ত্ত করেছিল তোমার কাছে ?

দিগ্বজ। সর্ত্ত করেছিল—তাদের বিনিময়ে আমি যা চাইব ভগীরথ আমাকে তাই দেবে—

নারদ। সুতরাং এইবারে তুমি ওই গঙ্গাদেবীকে প্রার্থনা কর।

দিগ্বজ। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ ঠাকুর ! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম সেই সর্ত্তের কথা। সে দিতে বাধ্য…সে দিতে বাধ্য ! ঐ গঙ্গাকে গ্রহণ করে—ওকে নিয়ে আমি—

নারদ। ঐ ঐ ভগীরথ আসছে গঙ্গার বহির্গমনের পথ সন্ধান করতে। গঙ্গাকে কোন মতে এদেশ ছেড়ে নিম্নে অবতরণ করতে দেবে না।

[প্রস্থান

দিগ্গজ। সে আর তোমার বলতে হবেনা ঠাকুর। আমি মলয় রাজ দিগ্গজ ; গজ কলেবর ধরে ঐরাবত নাম নিয়ে দেবরাজ বাসবকে বহন করি ; আমার ক্ষমতা কি কম ! সাধ্য কি গঙ্গাকে সে আমার নিকট হতে কেড়ে নেয় !

(ভগীরথের প্রবেশ)

ভগী। গজরাজ—গজরাজ, পড়িয়াছি দারুণ বিপাকে ;
সঙ্কটে উদ্ধার কর দুর্দ্দিন বান্ধব !

দিগ্গজ। সঙ্কট !

ভগী। সঙ্কট ! গোলোক বৈকুণ্ঠ হতে
গঙ্গাধারা আনিয়াছি মর্ত্ত্যের কারণ !
পথমাঝে কহি শুন, বারম্বার পড়েছি সঙ্কটে ;
আপনি ত্রিশূলী শিব জটা জুটে ধরি গঙ্গা ভার
একবার বাঁচাইলা বিপাকে আমায় ;
হিমাদ্রি শিখরে
আশ্রম প্লাবিত হেরি গঙ্গাজল ধারে—
মহা ক্রোধে জহ্নু মুনি শুষিলা মাতারে ;
চরণে ধরিতে তাঁর কৃপা বশে পুনর্ব্বার
জাণু চিরি' জাহ্নবীরে মুক্তি দিলা মুনি।

অবশেষে প্রবেশিয়া তব রাজ্য মাঝে
পথ নাহি পাই আর চলিতে সম্মুখে ;
মেঘ-স্পর্শী পর্ব্বত প্রাকার
উল্লঙ্ঘিয়া হবে পার...হেন শক্তি নাহি আর
শ্রান্ত ক্লান্ত মন্দিভূতা সলিল ধারার।
হে রাজন! বাহুবলে জানি তোমা অজেয় ভুবনে...
কৃপা করি ভাঙ্গিয়া দুর্গম গিরি
পথ করে দেহ গঙ্গাজলে।

দিগ্গজ। অবশ্য—এখনি পারি পথ করে দিতে—যদি তুমি এক সর্ত্ত কর ?

ভগী। কি সে সর্ত্ত বল রাজা!

দিগ্গজ। গঙ্গা জলে পথ দিব, কিন্তু তার অধিষ্ঠাত্রী
গঙ্গাদেবী অর্পিবে আমারে!

ভগী। গঙ্গাদেবী! কি করিবে দেবীরে লইয়া ?

দিগ্গজ। কেন, আমি ওরে বিবাহ করিব!

ভগী। আরে দুষ্ট গজরাজ, এত স্পর্দ্ধা তোর!
বিশ্বের জননী গঙ্গা—দেবতা পূজিতা ;
তারে চাস্ পশু তুই...পত্নীত্বে বরিতে!
বহু ভাগ্য আছিল তোমার,
সে কারণ অস্ত্র হীন ব্রতধারী আমি ;
নহে এতক্ষণে, যে পাপ রসনা তোর
হেন বাণী স্পর্দ্ধাভরে করে উচ্চারণ...
এতক্ষণে উৎপাটিত করিতাম তারে!

দিগ্গজ। দম্ভ রাখো ভগীরথ! মনে আছে পণবদ্ধ তুমি!

ভগী। পণ বদ্ধ!

দিগ্বজ। শ্রী আনন্দ বিনিময়ে যাহা কাম্য হয় মোর
বলেছিলে তাহাই অর্পিবে!

ভগী। সত্য! সত্য! করেছিনু পণ।
সেই পণ অনুসারে যাহা চাহ করিব প্রদান!

দিগ্বজ! সেই পণ অনুযায়ী...ইক্ষাকু বংশের রাজা
সত্যব্রত ওগো ভগীরথ, সেই পণ অনুযায়ী...
মোরে কর গঙ্গা সমর্পণ!

ভগী। একি হল নারায়ণ!
একি মহা সমস্যায় প্রভু, ফেলিলে আমারে!
ইক্ষাকু বংশের রাজা...নিজে আমি করিয়াছি পণ—
জীবনান্তে সেই পণ লঙ্ঘিব কেমনে?
পণ ভঙ্গে মহাপাপ—মহাপাপ প্রতিজ্ঞা পালনে...
গজরাজ পত্নীরূপে চাহে জননীরে,
বিশ্বম্ভর, বলে দাও কি কর্ত্তব্য প্রভু!

দিগ্বজ। ভগীরথ—

ভগী। গজরাজ—গজরাজ,—ধন রত্ন লহ তুমি
লহ মোর সসাগরা ধরা অধিকার...
ভুজ বলে জিনে দিব যক্ষপুরী...কুবের আলয়..
আকল্প জীবন-বাঞ্ছা যাহা কিছু তব
ইচ্ছা মাত্রে করিব পূরণ!
পরিবর্ত্তে ছেড়ে দাও মাতারে আমার।

দিগ্বজ। কভু নহে! ত্রিলোকের বিনিময়ে ত্যাজিব না
সুন্দরী গঙ্গারে।

ভগী। গজরাজ—গজরাজ,—পায়ে ধরি তব
মাতারে ছাড়িয়া দাও, রক্ষা কর মোরে।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা। ভগীরথ—ভগীরথ,—ছিঃ ছিঃ ওঠো পুত্র,
কার পদ করেছ ধারণ? নাহি চেন—মূর্ত্তিমান
দম্ভাসুর অধিষ্ঠান করিতেছে গজ কলেবরে!

ভগী। দম্ভাসুর!

দিগ্গজ। এই গঙ্গা! মরি মরি, ত্রিলোকে সুন্দর যাহা
তিল তিল আহরণ করি'
বিনির্ম্মিত হল বুঝি নব তিলোত্তমা! কোন সম্পদের লোভে
ছেড়ে দেব হেন সুন্দরীরে!
মনোরমে,—

ভগী। মাতা, মাতা,—মহাপাপাচারী আমি—
তাই তোমা আনিলাম বৈকুণ্ঠ হইতে
এ হেন লাম্পট্য পূর্ণ পশুর সম্মুখে!
অতি হীন মতি আমি—
সে কারণ জননীর অপমান করিনু শ্রবণ!
না না—কাজ নাই গঙ্গাজলে মোর—
সকল তপস্যা মোর হউক বিফল—
অভিশপ্তা বসুন্ধরা তোমার বিহনে
যুগ যুগ সহুক যাতনা;
তবু তোমা রাখিব না ধরে···
ফিরে যাও···ফিরে যাও বৈকুণ্ঠে জননী।

গঙ্গা। স্থির হও ভগীরথ! গজরাজ,—

দিগ্বজ। সুন্দরী, আমারে ডাকিলে তুমি!
ভজিবে আমারে?

ভগী। ওঃ—একি শুনি—একি শুনি নিষ্ঠুর বচন!
বিগলিত লাক্ষাস্রোত কর্ণে পশি
ভগীরথে করহ বধির;
আরে আরে পশুর অধম,
মাতৃ অপমান বাণী বারম্বার শুনায়ে আমারে
ভেবেছিস্ পরিত্রাণ লভিবি দুর্ম্মতি!
হয় হোক ব্রত ভঙ্গ পাপ,
বিসর্জ্জিব তপফল গভীর অতলে।
ত্যজিয়া অহিংসা ব্রতে—
কর-ধৃত দেবদত্ত শাণিত কৃপান
পশুমুণ্ড উপহার দিব আজি মাতার চরণে!
এসো এসো অস্ত্র স্মরণের পথে—
এসো ভীম দৈবী শূল প্রলয় গর্জ্জনে,
বধ কর—বধ কর—পাপাত্মা পশুরে।

গঙ্গা। ভগীরথ···ভগীরথ·· জ্ঞানহীন হলে কি সন্তান?
হিংসা স্পর্শে তপভ্রষ্ট হবে! গঙ্গা ধারা
আর তুমি আকর্ষণ করিতে নারিবে।

ভগী। মাতা—মাতা—!

গঙ্গা। শান্ত হও সন্তান আমার!
গজরূপী দন্তাসুর প্রমত্ত আজিকে!
দম্ভ তার এই দণ্ডে করিব বিনাশ;

নীরবে দাঁড়ায়ে তুমি দেখহ কৌতুক !
গজরাজ,—স্বীকৃত বচনে তব...করি অঙ্গিকার
আমি তোমা পতিত্বে বরিব—যদি—

দিগ্গজ। যদি—

গঙ্গা। অতি তুচ্ছ সর্ত্ত মোর !
ওই হোথা শিলা অন্তরালে
ক্ষীণকায় বারি মোর আবদ্ধ রয়েছে।
ঐ শিলা করি উত্তোলন
গঙ্গাজল কণা তুমি অঞ্জলীতে পার যদি
করিতে গ্রহণ—অঙ্গীকার করি বীর,—
আমি তব পত্নী হব তবে !

দিগ্গজ। এই সর্ত্ত ! হাঃ হাঃ হাঃ—
বামপদ অঙ্গুলি চাপনে ক্ষুদ্র শিলা ফেলি দিয়া—
অঞ্জলীতে লব জল আঁখির নিমেষে।
মনে রেখো হে সুন্দরী,—
তারপর গজরাজে ভজিতে হইবে !

গঙ্গা। অলক্ষ্যে রহিয়া আমি বীর পণা হেরিব তোমার।
সর্ত্ত রক্ষা কর যদি—পূনর্ব্বার করি অঙ্গিকার—
পত্নী হয়ে তোমারে ভজিব।

[প্রস্থান

দিগ্গজ। উত্তম, এই দেখ, পদাঘাতে চূর্ণ করি পর্ব্বত পাষাণ
ক্ষীণ বারিধারা তব অঞ্জলীতে পূরে লই আঁখির নিমেষে

(পদাঘাতে পাথর ভাঙ্গিতে জলের ঝাপ্‌টা
তাহাকে ফেলিয়া দিল)

ওঃ প্রাণ গেল, প্রাণ গেল মোর—
গঙ্গা...গঙ্গা.. জননী আমার—

(জলস্রোতে তাহাকে পারে ফেলিয়া দিল)

ভগী। ধন্য—ধন্য মাতা সুরধুনী ;
ধন্য তব অপার মহিমা !
অভিশপ্ত দন্তাসুরে মুক্তি দিলা তুমি
লীলায় ছলিয়া !
একি ! কোথা হতে ওঠে একি দিব্য স্তবগান !

(নারদের প্রবেশ)

নারদ। গঙ্গাবারি স্পর্শে রাজা.—
মুক্ত হল তব পিতৃগণ...মুক্ত হল
ধরণীর যত পাপীতাপী ,
ভাগীরথী স্তব গান করিতে করিতে
তাই সবে মহোল্লাসে আসে এই দিকে !
মা—মা—ওমা ভাগীরথী ;
অপরাধী নারদেরে ক্ষমা কর মাগো,
দর্পচূর্ণ হয়েছে তাহার।
মকর বাহিনী রূপে কৃপা করি
একবার দেখা দে জননী,
বল্ বল্ ওমা ভাগীরথী,
নারদেরে করেছিস্ ক্ষমা—

(গঙ্গার মকরবাহিনী মূর্তি)

গঙ্গা। হে দেবর্ষি, অপরাধী নহ তুমি,
ত্যজহ সন্তাপ।
মহেশের গীতে হল গঙ্গা আবির্ভাব ;
সেই গীত শ্রবণ কারণ, লীলাময় আপনি শ্রীহরি
তোমার অন্তরে বসে করেছেন লীলা…
তুমি শুধু উপলক্ষ তার।
গঙ্গাবতরণ কথা যত দিন মর্ত্ত্যজীব গাবে…
আমি আশীর্ব্বাদ করি, পরম সাধক অই
পুত্র মম ভগীরথ সনে—
দেবর্ষি নারদ নাম—ভক্তি ভরে
উচ্চারিত হবে !

(নারদ ও ভগীরথের প্রণাম ; সগর বংশধরদের প্রবেশ ও গীত)

দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে —
ত্রিভুবন তারিণী তরল তরঙ্গে ইত্যাদি।

যবনিকা

গঙ্গা।